শ্রী শ্রীগণেশ

অৰ্য্দিগের যে সব প্রধান দেবগণ ভারতে ও বহির্ভারতে পৃজিত
হইয়া আসিতেছেন, গণেশ তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

নামকরণ—গণানম্ ঐশ্বর্গেশং গণেশঃ অর্থাৎ ইনি গণদিগের অধীনের।
গণ শব্দের অর্থ প্রমথ বা শিবের সেবক। শিবের এই সব সেবকেরা
ঋক্ষান্তীয়। গণেশের বহু নাম আছে। ইহার মধ্যে অনেক নামের
ভিত্তি বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানে। নামভোজে মূর্তিতে বিভিন্নতা
রূপ হয়। তত্ত্বে ৫০টি নাম দৃষ্ট হয়। এই ৫০টির আবার ৫০টি
শক্তির নামও আছে। 'শারদা তিলক' তরের রাঘবভট্টের ঢীকায়
(১১১৬) গণেশের এই ৫০টি নাম ও ৫০টি শক্তির যে উল্লেখ আছে
ভাঙা মিশ্রে প্রদত্ত হইল—

গণেশ ও তাহার শক্তি গণেশ ও তাহার শক্তি

(১) বিলাস
(২) বিপ্লবরাজ
(৩) বিনায়ক
(৪) শিবচিত্ত
(৫) বিগ্রহকূণ্ড
(৬) বিগ্রহমীত্র
(৭) গণ
(৮) একরূপনীতক
(৯) বিমূৰ্ত্তক
(১০) গণকৃতক
(১১) নির্গুন
(১২) কন্দধার
(১৩) দেশজীবক
(১৪) শঙ্কুকুর্ণ
(১৫) ব্রহ্মবিজয়
(১৬) গণনায়ক
<table>
<thead>
<tr>
<th>নম্বর</th>
<th>নাম</th>
<th>শক্তি</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>১৭</td>
<td>গজন্ত ।</td>
<td>কামরাপিনী</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮</td>
<td>সূর্যকর্ণ ।</td>
<td>উমা</td>
</tr>
<tr>
<td>১৯</td>
<td>ক্রিলোচন।</td>
<td>তেজোবতী</td>
</tr>
<tr>
<td>২০</td>
<td>লন্দবদর।</td>
<td>সত্যা</td>
</tr>
<tr>
<td>২১</td>
<td>মহানন্দ।</td>
<td>বিভেশানী</td>
</tr>
<tr>
<td>২২</td>
<td>চতুৰ্মুর্তি।</td>
<td>ভরুপিনী</td>
</tr>
<tr>
<td>২৩</td>
<td>সমাসিব।</td>
<td>কামদা</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪</td>
<td>আমোদ।</td>
<td>মদরজ্ঞরা</td>
</tr>
<tr>
<td>২৫</td>
<td>হসুমেধ।</td>
<td>ভূতি</td>
</tr>
<tr>
<td>২৬</td>
<td>হসুষ্ঠ।</td>
<td>শাতিকা</td>
</tr>
<tr>
<td>২৭</td>
<td>প্রমোদক।</td>
<td>অভিতা</td>
</tr>
<tr>
<td>২৮</td>
<td>একরদ।</td>
<td>রামা</td>
</tr>
<tr>
<td>২৯</td>
<td>দিজিজ্ব।</td>
<td>মাহিষী</td>
</tr>
<tr>
<td>৩০</td>
<td>শূর।</td>
<td>ভণ্ডিণী</td>
</tr>
<tr>
<td>৩১</td>
<td>বীর।</td>
<td>বিকর্ণপা</td>
</tr>
<tr>
<td>৩২</td>
<td>সখ্মুখ।</td>
<td>আকুটা</td>
</tr>
<tr>
<td>৩৩</td>
<td>বরদ।</td>
<td>লক্ষ্মা</td>
</tr>
<tr>
<td>৩৪</td>
<td>বামদেব।</td>
<td>দীর্ঘযোগা</td>
</tr>
<tr>
<td>৩৫</td>
<td>বক্ষরুপ।</td>
<td>ধর্মুভরা</td>
</tr>
<tr>
<td>৩৬</td>
<td>দ্বিজেন্দ্রক।</td>
<td>বরীমনিকা</td>
</tr>
<tr>
<td>৩৭</td>
<td>সেনানীরমণ।</td>
<td>রাজিতা</td>
</tr>
<tr>
<td>৩৮</td>
<td>মণ্ড।</td>
<td>কামাক্ষী</td>
</tr>
<tr>
<td>৩৯</td>
<td>বিমঙ্গ।</td>
<td>শশিপ্রভা</td>
</tr>
<tr>
<td>৪০</td>
<td>মত্বাহন।</td>
<td>লোলালীয়</td>
</tr>
<tr>
<td>৪১</td>
<td>জটী।</td>
<td>চত্বরা</td>
</tr>
<tr>
<td>৪২</td>
<td>মুন্দী।</td>
<td>দার্শনি</td>
</tr>
<tr>
<td>৪৩</td>
<td>খড়গা।</td>
<td>দহর্বগ।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪৪</td>
<td>বরেণ্ম।</td>
<td>গুরুগাহ।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪৫</td>
<td>বৃনকতন।</td>
<td>মিষ্টি।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪৬</td>
<td>ভক্ষপ্রির।</td>
<td>ভোগা</td>
</tr>
<tr>
<td>৪৭</td>
<td>গন্ধেশ।</td>
<td>ভগিনী</td>
</tr>
<tr>
<td>৪৮</td>
<td>মনোনদক।</td>
<td>ভগিনী।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪৯</td>
<td>ব্যাপী।</td>
<td>কালরাগিত্রি</td>
</tr>
<tr>
<td>৫০</td>
<td>গণেশ।</td>
<td>কালিকার।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

পুরাণগুলিতে কিছু গণেশ বা তাহার শক্তির এত নাম পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ এই ১২টি নাম প্রসিদ্ধ যথা (১) বক্ষরুপ (২) একরদ (৩) বিনায়ক (৪) গণপতি (৫) বরিরক (৬) অহুবস্ত (৭) নির্মিতা (৮) হেরন (৯) দিুহেক (১০) লন্দবদর
১১ ) গজানন ও (১২) বালগণপতি। অগ্নিপুরাণে গণেশের রক্তিক এই কয়টি নাম পাওয়া যায় যথা—জালিনী, সুরেশ, কামরুপা, উদয়, কামবর্ণিনী, সত্য, বিপ্লনাদা ও গঙ্গা মৃত্তিকা। তারিল ভাষায় আরাম গণেশের নাম 'পিলাইয়র'। ভারতের দেশে গণেশের বহুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে এই সব দেশেও গণেশ-পূজা প্রচলিত ছিল। তবে বিভিন্ন দেশ গণেশের বিভিন্ন নাম যথা—

তিব্বতে—ৎসা'গ্স-ব্দ্গ, ও ব্য্গেগান্নেষ্প'ই ব্দ্জগ্পো
বর্মাদেশে—মহা-পিত্রৈলে
মঙ্গলদেশে—তোৎখর্ক ও উন্নতপ্রাচীনতার,
কন্ধাজদেশে—প্রাঙ্ক কেনেস
চৌনদেশে—কু অনু-শি তিএন
জাপানে—শো-তেন, বিনাক্ষু, কু ব্রুনুন-শো ও কঙ্গ-তেনু।

ইতিহাস—ঝাম্বে (২১২৩১) 'গণপতি' শব্দের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাহা ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতির অন্তর্গত নাম।

ঐতরেয় ব্যাক্তিত্বে (১২১) যে গণপতির উল্লেখ দেখা যায় তাহা ও ব্রহ্ম, বস্মতি বা বৃহস্পতির নামাঙ্কন। তারপর তৈত্তিরীয় আরাণ্যে বস্মতির (১০১৫) 'দষ্টি' নামক এক দেবতার মন্ত্র হইতে দেখা যায়, এই দেবতা পরবর্তী যুগের হস্তিমুগ্ধবিশিষ্ট গণেশ। এই মন্ত্র যথা—

'তৃপ্তির বিষ্ণুবে বক্তৃতী ধীরহি তন্নো দষ্টি প্রচোদায়ারা'।

ইহা হইতে দেখা যায় যে বৈদিক যুগেও গণেশ পূজিত হইয়াছেন।

তারপর পৌরাণিকযুগে রামায়ণ ও মহাভারতে বহিও হস্তিমুগ্ধবিশিষ্ট গণেশের উল্লেখ নাই, তাহা হইলেও শিব হইতে 'পুরকথা' একক্ষণ
দেবভার উল্লেখ আছে। ইহার নাম 'গণেশান'। পরবর্তী পুরাণ সমুহে যেমন শিবপুরাণ, কৃষ্ণপুরাণ প্রভৃতিতে গণেশের বচ উল্লেখ আছে এবং উপাখ্যানও আছে। অগ্নিপুরাণে গণেশের গায়ত্রী আছে (৭১১-৩'); গণেশের পূজ্যাগ্রন্থীরা অন্ধকার আছে। গণেশের নামে একটি উপনিষৎ আছে। ইহার নাম 'গণেশাঙ্গনের আচরণনিষ্ঠ' এবং একটি উপপুরাণ 'গণেশাপুরাণ' আছে।

পৌরাণিক আধ্যাত্ম—মহাভারতে (১:১ অঃ) দেখা যায় যে একদিন হিরণগর্ভ (ব্রাহ্ম।) ব্যাসদেবের নিকট আসিলে ব্যাসদেব তাহাকে একজন লিপিকারের অভাবের বিষয় জাপন করেন। ধ্রুপদীর গণেশকে এই কার্যে নিযুক্ত করিতে বলেন এবং পরে গণেশ সূচীত হন। ব্যাসদেব যে বোধ মহাভারতের গ্রন্থের রচনা করিতেন। গণেশ তাহা লিখিয়া যাইতেন। জ্ঞানিতে তিনি প্রসিদ্ধ লিপিকার ও সিদ্ধার্থা নামে প্রসিদ্ধ। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রাচীনকালে ভারতীয় অক্ষরকে 'সিঙ্গম' বলা হইত। সে জন্য লিখিবার প্রথমই 'সিঙ্গি' শব্দ লিখিবার রীতি প্রচলিত। স্ন্যাতন গণেশের সিদ্ধার্থা নাম কার্যে সাক্ষাত্কারকারী এবং প্রাচীন লিপির 'সিঙ্গম' হইতে গৃহীত এই উত্তরকার বুঝিতে পারে।

দক্ষকন্যা সতী দেহভ্যাগের পর হিমালয়-রাজার কন্যার সেষ্টে জন্মগ্রহণ করেন ও পরে মহাদেবের সহিত তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের পরে কোন পুত্র দিতে না হওয়ায় পার্বতী বিষ্ণুর আরাধনা করেন ও তাহার বরে তিনি এক স্নাতক পুত্রলাভ করেন। অর্থ, মর্ত, পাতালে খুব উৎসব হইতে লাগিল। অনেক দেবতা কৈলাসে এই নবজাত পুত্র
শর্তে আসিলেন। শর্তে দেবতাকে তাহার স্ত্রী এই অভিসম্পত্তি দিয়াছিলেন যে যাহার দিকে তিনি তাকাইবেন; তাহারই মাথা উড়িয়া যাইবে। শর্তে এই ভয়ে প্রথমে কৈলাসে আসিতে চাহিলেন না। শিবের কথায় তিনি পরে আসিলেন। কিন্তু চোখ তুলিলেন না। পার্বতী ইহো হারতাম্বদ বলিয়া শর্তঃ সব কথা বলিলেন। পার্বতী ইহো হারতাম্বদ বলন ও শর্তে নির্ভরে তাকাইতে বলেন। কিন্তু যেইমাত্র শর্তে চাহিলেন অম্বু মাথা উড়িয়া গেল। পার্বতী কালিয়া আকুল। বিন্ধুকে ডাকিতে পাঠান হ’ল। বিন্ধু আনিবার সময় রাষ্ট্রায় একটি হাতী শুইয়া ধারিতে দেখেন। ঐ হাতীর মাথাতে তিনি আনিয়া বলকের মাথায় দিয়া দিলেন। হস্তমূল বলিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে কেহ এই বলক দেবতাকে অনাদর না করে সেজন্য সকল দেবতা মিলিয়া এই বিধান করিলেন যে সবাই এই দেবতার পূজা না করিলে অস্থায়ী দেবতার পূজাই সিদ্ধ হইবে না। স্বাধু পুরাণে গণ্য হওয়া কিন্তু আবার এই অস্থায়ী অন্য রকমের। তাহাতে আছে যে সিন্দুর নামক একটি দৈত্য পার্বতীর গর্ভে অতি মাসে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গর্ভস্থ-সন্তানের মন্ত্র কাটির। ফেলে। পরে মন্ত্রকাটন সন্তান অন্নগ্রহণ করিলে নারদের অনুরোধে সেই সন্তানই গণস্থগুরের মাথা কাটিয়া মন্ত্রকৃষ্ণ হইলেন। তদবধি ইহোর নাম গণ্য হইলেন।

গণ্যের দুইটি দয়া। কিন্তু গণ্যের কেন একদম হইলেন তাহারও একটি পৌরাণিক আখ্যান আছে। যখন পরশুরাম ক্ষেত্রপালিকে নিধন করিয়া কৈলাসে হরপার্বতীকে প্রণাম করিতে আসেন তখন তাহারা নিধন ছিলেন। গণ্যের পরশুরামকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কিন্তু
দেবদেবীত্ব

পরশুরাম তাহা না শূনায় গণেশ দুই হাতে তাহাকে ত্রিভুবন মুরাইষা দেন। পরশুরাম ইহাতে লক্ষিত হইয়া তাহার অমোঘ অস্ত্র পরম্পর নিক্ষেপ করেন। গণেশের তাহাতে একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায় (ব্রহ্মভেদনদ্রোষ্ণী, গণেশ-কিত).

বৃহৎ দেয়ালের গণেশ শক্তি কোনো ধরনের কোনো লোকে তাহাদের রক্ত তিনি সিংহার বর্ণ হইয়াছিলেন। এই প্রকার আন্তঃাংক আখ্যান আছে।

তাত্ত্বিক ও গবেষ্কার কিন্তু এই প্রকার আখ্যানে সমস্ত বা বিধায় নহেন। তাত্ত্বিক গণেশের একপ্রকার মূর্তির কারণানুসারে নূতন তখন আবির্ভূত করিয়াছেন। ফুলে, গেট প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত গণেশ প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানের দেবতা ছিলেন। ভারতের সূর্যাদি কাদিত্ত অধিবাসী-কর্তৃক তিনি পৃথিবী হইতেন। বাহুল মূর্তিকের উপর উপনিবন্ধ গণেশ সূর্যবহরাই প্রাচীরের পৃথিবী হইতেন। অধিবাসী ভারতের দেবমূর্তিসমূহ অনেকস্থলে পশ্চি স্কিপ।

আর হাতে ভারতের সর্ববৃহৎ জন্ম সেতু প্রধান দেবতারূপে গণেশের হস্তমূলক কল্পিত হইয়াছে। মনুসমূহিতেও আছে যে ব্রাহ্মণদিগের দেবতা বৈষ্ণব ও শুদ্ধদিগের দেবতা 'গণেশ'। একখানে শুদ্ধ শাক্তের অর্থ ভারতের অধিবাসী। এবিষেবে মনিয়র উইলিয়াঁস (M. Williams) কুত্র Brahmanism and Hinduism গুর্গ দর্শন। যাহা হউক এইসব তথ্য বিষয় প্রণিধানযোগ।

পুনরুদ্ধার্য—মনুমূর্য্যতে ভারতমায়ের শুল্কা চতুর্থী ভিত্তিতে গণেশ পার্বতীনন্দনরূপে নীতালী জম্পরিগ্রহ করেন। কিন্তু অন্যমতে তিনি সাধনার শুল্ক চতুর্থী ভিত্তিতে আবির্ভূত হন। সেজন্য গণেশ—
পৃজা ও ব্রতাদি সাধারণতঃ দাঙ্গাত্ম্য ও বোধাই প্রদেশে আদ্ভুত এই তথিতে অনুভূত হয়, আবার বাঙ্গালাদেশ মাধ্যমার এই চতুর্থৈ তথিতে অনুভূত হয়। বোধাই প্রদেশ ও দাঙ্গাত্ম্য এই পৃজায় বিশেষ আড়ালর ও উৎসবাদি অনুভূত হয়, গৃহাদি আলোকমালায় সজ্জিত হয়; কিন্তু বাঙ্গালাদেশ বিশেষ আড়ালর লক্ষ্য হয় না এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যুদ্ধ অনন্য করিয়া পৃজা করে। গণেশের দুই প্রকার ধ্যানমন্ত্র আছে—একটি পৌরাণিক যথা—

খর্বং স্থলতাম গজেশ্বরবন্দন লম্বোদরঃ সন্দর্ণঃ
ব্যন্তনম্মদগঙ্গলুক মধুপ্রভালোক গঙ্গহলম।
দস্তায়তিবিদারিতরূপঃ সিন্দুরশোভাকবরঃ
বন্দে শৈলমুক্তসভ্র গণপতিঃ সিদ্ধিপ্রদৎ কর্মস্থত।

আর একটি তাস্কিক মন্ত্র যথা—সিন্দুরাভঃ রাগময় তন্মুরায়ের।

সাধারণতঃ পৌরাণিক মন্ত্রই গণেশের পৃজা হয়। গণেশের বীজমন্ত্র গৌ। গান হওয়ার নমঃ, গৌ শিরসে স্বাভাবিক এই প্রকারে অঙ্গভাস, কর্ণসাদিকি করিতে হয়। আর গণেশের পৌরাণিক মন্ত্র ও গৌ নমঃ
গণেশায়। গণেশের গায়ত্রী যথা—

'একদল্ষ্ট্রায় বিলাতে কলকাতা যুদ্ধ হীনমহিঃ
তন্মু বিমু প্রচোদয় তত্ত্বাবধিকের।'(প্রগনভৌষী দেশপ্রকারে।)

পৌরাণিক পুরাণে প্রকাশিত—'ও শৈলী হই গণেশায় আদ্ভুত সরস্বতী-প্রশাশন বিশেষায় নামনগরঃ' মন্ত্র গণেশ পূজা করিতে হয়। গণেশ
'পৃজায় তুলসীপত্র প্রদান নিষিদ্ধ।' প্রত্যেক পৃজায় প্রথমেই গণেশ—
পৃজা বিখ্যাত। গণেশের প্রাণমন্ত্র—
দেবদেবীতত্ত্ব

দেবদেবী মৌলিকদারমকর্মকারণারূপা ।
বিদ্যানু হরষত হেরম চজাগমুজরেনবং ॥

গণেশের পত্তি—ধূস্তত ও সিংহ, এবং তাহার শক্তি লক্ষ্মী (এই লক্ষ্মী
নারায়ণপত্তি নহে)। গণেশ মুদ্রা—বিষ্ণু, তর্জনী। প্রতীক—ভগ
হস্তিদন্ত, মোদক, বর্তমান সম্পূর্ণক, জলপাত, আকাশবল, বিগোর ফল,
খড়, অক্ষমালা, হস্তিতাঙ্গের অস্কু, দালি ফল, লোহিতাভ, জ্ঞানফুল
ইত্যাদি। গণেশের বর্ণ—লোহিত, পীতলোহিত, পীত, শীত। ইহার
বাহন মুষ্ঠ, অনেক স্থানে সিংহ।

মুক্তিপরিচয়—গণেশের বহুপ্রকার মুক্তি বিভিন্ন নামে ভারতে
ও অন্যান্ত দেশে আছে। উদ্ধার ও গণেশের মুক্তি দেখিলে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি
প্রধান গণেশমূর্তির পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে—

(ক) মহাগণপতি—মুক্তিপুরাণে মহাগণপতির স্থান আছে
তাহার দেখা যায়—ইহার ত্রিনিতা, ললাট চন্দ্রকলা, দশহর ও
তাহার বিভিন্ন গ্রহণ, অক্ষ ইহার পত্তি আবৃত। মাদ্রাস ও
তিনেভোলি জেলায় বিখ্যাত মন্দিরে মহাগণপতির মূর্তি আছে।
লক্ষ্মীগণপতি—যে মূর্তিতে মহাগণপতির সঙ্গে তাহার দুই দেবী থাকেন
তাহার নাম লক্ষ্মীগণপতি। (গ) বলগণপতি—ইহার মূর্তি বালকবৎ,
চারিতাট, কালা, কাঠাল, ও ইঙ্কু এই ফলগুলি আছে। এই
প্রকার (য) ভক্তি বিশেষব (ঙ) বীর বিশেষ (চ) শক্তি
গণেশ (চ) উচ্চহ গণপতি (ঝ) উর্ধগণপতি (ঝ) পিঙ্গলগণপতি
আছে। (ঝ) প্রস্রগণপতি (ঠ) ঞ্জগণপতি (ড) উল্লুর

উচ্চিষ্ট গণপতি (চ) বিশ্বরাজ গণপতি (গ) তুবনেশ গণপতি (গ) নৃত্ত-গণপতি (ঘ) হরিদ্রগণপতি বা রাত্রি-গণপতি (ঙ) ভালচন্দ্র (ঙ) সূরগৰ্ব্ব (ঙ) একদশ, ইত্যাদি আছে। ইহাদের মূৰ্ত্তিতে কাহারও দেশহাত, কাহারও আত্মহাত, কাহারও চারহাত এবং অন্যান্ত বৈষম্যও আছে। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ ও মূৰ্ত্তি পরিচয় গোপী-নাথরাও-কুটী Elements of Hindu Iconography Vol. I. pt. I. ন্যস্ত দৃষ্টিত্ব।

মণ্ডলীরাজ্য—বোদ্ধ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পুঞ্জাবগড়ের নিকটে একটি পাহাড় আছে; ইহার মধ্যে প্রায় ২৪টি গুহামন্দির আছে, এই সব মন্দিরে বহু দেবদেবীর মূৰ্ত্তি আছে। সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ইহার ভিতর (তাহার নাম গণেশলেনা) গণেশের মন্দির আছে। উক্ত ইহার উদযগিরি পাহাড়েও একটি গণেশ শুঁাল আছে। নরমলা দীর তীরে একটি কুণ্ড আছে উহার নাম গণেশ কুণ্ড। রাজস্থানের মধ্যেও একটি পরতির উঁচুপ্রাঙ্গণ গণেশকুণ্ড নামে খ্যাত।

ভারতের বহুস্থানে গণেশমন্দির আছে ও পূর্বে লিখিত বিভিন্ন রাজকারের গণেশ বিভিন্ন মন্দিরে আছে। বোদ্ধ ও দক্ষিণ ভারতেই ই সব মন্দিরের প্রাচুৱ লক্ষিত হয়। এই সব মন্দিরের বিভিন্নতার বরণ এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত নামে।

ভঙ্গ—‘গণপতি তথ্য’ নামক গ্রন্থে গণেশকেই পরবর্ত্ত বলিয়া নর্ম করা ইহাতে এবং প্রমাণধর্ম ইহাতে একটি প্রুতির সন ও অন্যান্য বহুপ্রমাণ উক্তি করেছে। এই প্রকার মতবাদীগণের প্রতি গল্প সম্প্রসার বলা হয়। ইহারা আবার ৬টাই দলে বিভিন্ন ৫
দেবদেবীভূষণ

এক একটি এক এক প্রকার গণপতির পুষ্প করেন—যথা, মহাগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, উচ্ছিষ্টগণপতি, হেরম্বগণপতি, স্মৃতিগণপতি ও সন্তান-গণপতি। ব্রহ্মবৈষ্ণবপুরাণের গণেশ-অধ্যায়ে দেখা যায় যে বিকুল গণেশের ৮টি নামকরণ করিয়াছেন এবং এই আটটি নামের অট্ট প্রকার আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—(১) গণেশ ;
গঃ মহান, ৪ঃ মুক্তি। গণেশ আর্থ যিনি মহান ও মুক্তিদান করেন।
(২) একদশন, একঃ প্রধান ; দশঃ বল অর্থাৎ যিনি প্রধান বলসম্পন্ন।
(৩) হেরম্ব ; হেঃ দৌন, রম্বপঃ পালক অর্থাৎ যিনি দৌনপালক।
(৪) লম্বাদুর অর্থাৎ পূর্বে বিভিন্ন প্রদত্ত নৈবেদ্য ও সীমাবদ্ধ ভোগে বাঁধার উদর লম্বাদুর ইত্যাদি।
গণেশকে এইরূপে পরিচালনা করিয়া তাহার অনেক অবতারের কথা ও—যেমন বক্তৃতা, কাপিল, চিন্তামণি,
বিনায়ক ইত্যাদি—সম্পূর্ণতার গণেশের গণেশকে বর্ণিত হইয়াছে।

উপসংহার—ইহাই সংক্ষেপে সর্বস্বর্ণ্য প্রসাদভ, সুখময়চন্দ্রবিধায়ক,
বিনায়ক গণেশের সংক্ষিপ্ত কথা। [গণেশ সংহার বিস্তারিত বিবরণ,
ও কি প্রকারে ও পৃথিবীতে গণেশের পুষ্প। তিবরা, চীন, জাপান
প্রভৃতি সুদূর দেশে প্রচারিত হইল তৎসমন্দে সংখ্যাগত প্রচুর অনুলাপ-
চরণ বিভাজন মহাশয় একটি পুষ্কর রচনা করিতেছিলেন।
উহার কতকাংশ স্বভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার অবশিষ্টাংশ আমর
সংগ্রহ করিতেছি এবং শীঘ্রই স্বভারতী গ্রন্থালায় পৃথকভাবে
প্রকাশিত হইবে।]
শ্রীশ্রীরম্ভর্তী

নদী—সরস্বতী শঙ্করের আদি অর্থ নদী (সরস্ব শঙ্করের অর্থ নীরঝল)। মনুসংহিতার মতে সরস্বতী ও দূষাতা এই দুইটি দেবনদী এবং এই নদীদ্বয়ের মধ্যপথ ভূভাগের নাম ব্রহ্মবর্ত (উত্তর ভারত)। ভারতবর্ষের ৭টি নদী পুণ্যতোয়া এবং যে কোন পুজোকারে এই ৭টি নদীর নাম আহ্বান করিতে হয় ধনা—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী। সরস্বতী নদী আবার দেশভেদে ৭টি বিভিন্ন নামে পরিচিত, ধনা—পুনর্জলায় পিতামহ ব্রাহ্মণ যেনে অহুত। হইয়া ‘পুরুষভ’ নামে পরিচিত, নৈমিত্তিকে কাব্যিক অর্থগণ কর্তৃক আহুত। হইয়া ‘কাঞ্জাকী’ নামে অভিহিত হইয়া, গয়াদেশে গুরুরাজ কর্তৃক রঞ্জন আহুত। হইয়া ‘বিশাল’ নামে, উত্তর কোতলে তৈলালক মুনির অনুষ্ঠিত বার্তা অহুত। হইয়া ‘মনোরম’, কুরুক্ষেত্রে কুরুরাজ যথে ওর্ম্বতী, হরিদ্বারে দক্ষপ্রজাপতি যথে ‘স্বরেণু’ ও হিমালয় পর্বতে ব্রজার যথে ‘বিমলোধ’ নামে অভিহিত। মহাভারতের অন্তর্গত শল্পা পর্ব (৫৪ অঃ) ব্রহ্মবর্তের প্রকৃতি কথা (৬ষ্ঠ অঃ) প্রভূতি হইয়া দেখা যায় যে—সমস্ত নদীর মধ্যে এই নদী পুণ্যতর এবং যে কোন ব্যক্তি এই নদীতে স্নান করিলে ভুতার সমস্ত পাপ বিহৃদিত হইয়া যায়। কেন এই নদী এত মাখায় এবং কেন ইহ আর্য জাতির এত প্রিয় তাহ। বৈদিক সাহিত্যালোচনা করিলে জানা যায়। বৈদিক যুগের অর্থগণ যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতো
হইতে ক্রমে আর্যাবর্তের বিভিন্নস্থানে বসতি স্থাপন করিতে লাগিলেন। তখন তাহার। এই শ্রুচুচসিন্দা। নদীকুল নির্বাচন করিয়া লইলেন। এই নদীতের উৎবর্তিত তাহাদিগকে অন্তরাণ করিত এবং কৃষিকার্য্যে বিশেষ সহায়ক হওয়ায় এই নদীই তাহাদের জীবনরক্ষার উপায় ছিল। এইজন্যই খঞ্জনদে (2।৪১।১৬-১৮ সরস্বতীকে আন্তর্ভু, উদবৃত্তি ও প্রতিবিংশতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। খঞ্জনদের ১ম মণ্ডল হইতে ১০ম মণ্ডল পর্যন্ত বসতিস্থানে এই সরস্বতী নদীর প্রত্যেক স্থান আছে। যে সব স্থান দিয়া এই নদী প্রবাহিত। হইয়াছে সেখানে বহুলতার্থের উত্পত্তি হইয়াছে। এই নদীই পারসীকদের 'আবেস্তা' ধর্মগ্রন্থে 'হরকুইতি' নামে প্রসিদ্ধ। দেবী সরস্বতী কিভাবে সরস্বতী-নদীতে পরিণতা হইলেন তাহার একটি পৌরাণিক আখ্যায় আছে। এবং বৈদিক পুরাণে দেখিতে পাই। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা এই তিন দেবী বিবৃতি প্রিয়া ছিলেন এবং ইহারা সব দিক বিস্তৃত নিকট অবস্থান করিতেন। একদিন সরস্বতী বিজয়কে গন্ধর প্রতি অভিশাপ অনুসরণ দেখিয়া বিজয়কে তিরস্কার করেন। গঙ্গা ইহাতে কুপিত হইয়া। সরস্বতীকে শাপ দেন যে তিনি নদীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। সরস্বতীও গঙ্গা কে এইভাবে অভিসম্পাত করেন। তদবধি উভয়ই নদীরূপে প্রবাহিত। হইতেছেন।

বৈদিক সরস্বতী নদী কোনো পুরাণতে আমরা এটি সরস্বতী নদীর পরিচয় পাই—(১) একটি পাতালের গিরিমূূর্ন রাজ্যের পর্বত হইতে বাহির হইয়া আমালা, কুরুক্ষেত্র, পার্শ্বিয়াল প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া সিদ্ধ গঙ্গার পূর্বতন। (ইহার অন্যনাম কাগার) নদীতে মিলিত হইয়া রাজলাই পূর্বতন।
পূজনার বহুস্থান অতিক্রম করিয়া। প্রায়াগে গঙ্গা ও যমুনার সহিত মিলিত হয়। ইহাই বেদের সরস্বতী। ইহার সহিত সিদ্ধান্ত দের সংযোগ ছিল এবং শ্রীহের আলোচনায় দেখা যায় ইহ। মধ্য এসিয়া হইতে উদ্ভূত। (সরস্বতী সিদ্ধান্তি পিত্তমানা—ঝ. ৬৫২৬)। স্তবরাং এই নদী অদ্বিতীয় স্থল সিদ্ধান্ত সরস্বতী অতিক্রম করিয়া আরও উন্নত হয়। এই বিশাল নদী বর্তমানে কৌশল কলেবর ও রাজপুতনার মরুভূমি মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

(২) রাজপুতনার আবু পাহাড় হইতে বাহির হইয়া পালনপুর প্রাপ্তির রাজ্য দিয়া। প্রবাহিত হইয়াছে। সম্বন্ধে পূর্বেক নদীর সহিত এই নদী এক সময়ে সংযুক্ত থাকায় ইহারও নাম সরস্বতী । (৩) বাংলায় হুগলী জেলার ত্রিভূবনের নিকট হইতে সরস্বতী বহির্গত হইয়া হাওড়ার আন্তঃপুর প্রাপ্তির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার মিলিত হইয়াছে। একসময়ে ইহাও বিশালকায় ছিল এবং ইহাতে বাঁচিয়া পোড়ায় জাতের করিত এবং শূন্য যোগ্য শতাব্দীর পর্যন্ত এই নদীর তটস্থ সমুদ্রগ্রাম একটি বন্দর ছিল। প্রায়াগে গঙ্গা ও যমুনার (এবং একসময়ে সরস্বতীর) সঞ্চয়স্থলকে যুক্ত ত্রিবেণী বলা হয় এবং গঙ্গারই এই হুগলীর ত্রিবেণীর নিকট হইতে বহির্গত হওয়ায় ইহাকে মুক্ত ত্রিবেণী বল। হয় এবং এই দুইটি ধারার নাম দেওয়া হয় যমুনা ও সরস্বতী। স্তবরাং প্রথমেক সরস্বতী নদীই আধিকের বৈদিক যুগের সরস্বতী।

এই সরস্বতী সম্বন্ধে বহুতথ্য পাওয়া যায় বাক্সনের সংহিতা (১৯৯৩), তাত্ত্বিকীয় সংহিতা (১৯৯৩), অরথব্যবেদ (৪১৫) এবং রাজাবাদ।
যাহাতে হউক বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আর্যরা প্রথমে প্রকৃতির মধ্যে বিশ্ব-নিয়ন্ত্রকে অনুভব করেন, তারপর প্রকৃতির প্রতূক্ত বিকাশে তাহারা এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পরিকল্পনা করেন।

এইভাবে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, নদ, নদী প্রতি বস্ত্রহই অধিষ্ঠাত্রী দেবেবী স্তুতি হইতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ সরস্বতী নদী হইতে ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সরস্বতীর পরিকল্পনা হয়।

সংস্কৃত—দেবী সরস্বতীর অন্যান্য অনেক নাম আছে যথা—গৌরী, ভারতী, বাসনা, রাজ্য, ভাগা, গির, খা, বাদা, ইলা, সাইতা, গির, গিরাংবরী, সীতারা, বাচা, বঙ্গসাদীশ, শর্মানাথাকু, গো, বাক্যপুষ্প, সায়ংশঙ্কা, দেবতা, সদ্যগ্রী ( কবিকল্পতা )।

ব্রহ্মবৈতর্ণ পুরাণে এই দেবীর উৎপত্তি বিষয় এইভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—স্থলিকালে পরমপুরুষের ইচ্ছামুখসে তাহার শক্তি পাঁচভাগে বিভক্ত হন যথা—রাধা, পাণ্ডরা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী। ইহাদের মধ্যে সরস্বতী শাক্তায়নাধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি শুল্কবর্ণা, বীণাপাণি, ও কোটি চন্দ্রের গায় শোভাধারিণী। ইনি শুদ্ধ সন্ত-সন্তর।

দেবীভাগবত মতে সরস্বতী ব্রাহ্মার গ্রন্থ, কিন্তু ব্রহ্মবৈতর্ণপুরাণগুলিয়েলক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ই নারায়ণের প্রতি বলিয়া কথিত। আবার কোন কোন পুরাণে আছে সরস্বতী ব্রাহ্মার মানস কথা। মূল কথা এই যে পরমপুরুষ তিনি প্রকার মুর্তিতে বিশ্বঞ্চ পরিপালন করিতেছেন, ব্রহ্মারূপে স্তুতি, বিষ্ণুরূপে প্রত্যিত ও মহেশ্বররূপে সংহার।
কার্ষিকির করিতেছেন। আর তিনি কার্ষিক বিভিন্নমূল্যকর—মহাসরস্সতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী।

পূজা প্রচলন—শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই দেবীকে পুজা করেন। এই দেবী শ্রীকৃষ্ণকে ভজন। করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নারায়ণকে ভজন। করিতে বলেন। আরও বলেন, “মায়মায়ের শূলা-পঞ্চমী তিথিতে ও বিষ্ণুরস্তকালে সকলে তোরার পূজা করুন।” তুমি প্রসন্ন না হইলে কেহই বিদালভে সমঝ হইবে না।” তদবধি মায়ের শূলা-পঞ্চমী তিথিতে এই দেবীর পূজা হইতে থাকে। অতি প্রাচীনকালেও সরস্তু পূজার বিধি ছিল; কিন্তু তাহ। এই তিথিতে নহে। প্রথমে আঙ্গরে আচে যে পূর্বকালে পূর্ণিমা তিথিতে সরস্তুর নিকট অঞ্চল দেওয়া হইত। কৃষ্ণজুড়েব বলেন নবমী তিথিতে সরস্তুকে উৎসর্গ করা বিধেয়। যাহা হউক বর্ষমায়ামে মায়ের শূলা-পঞ্চমী তিথিতেই সরস্তু-পূজার বিধি প্রচলিত। এই দিনকে ‘শ্রীপঞ্চমী’ বলা হয় এবং নবমী, পূজারও ব্যবস্থা এই সঙ্গে আচে। এই সময় হইতে সাধারণতঃ সমুদ্রের মাঝে হয় বলিয়া ঈহার অন্য নাম ‘বসন্ত প্রক্ষপ্যা’। সমস্ত দেশের বাহিরে কোন কোন স্থানে অশ্বিন মাসের শূলা-অষ্টমী তিথিতে সরস্তু পূজা হয়।

মূর্তির মিলন—ভারতে ও বিহিনহারে বিভিন্ন প্রকার সরস্তুর জিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলিকে ৪ ভেতরে ভাগ করা যাইতে পারে—(ক) একে আমীরা (খ) একে দমোয়ামান। (গ) অশ্বার রিয়ার দেবযুগলাল দমোয়াশু। (ঘ) বিভূতির পরিপালনের দেবযুগলাল দমোয়ানা। সাধারণতঃ সরস্তুর প্রক্ষিমা। বিশ্বস্তরের মতে সরস্তুর জিতে পাওয়া যায়।
বোধিশাস্ত্রের উপর দণ্ডায়মান থাকিবেন হংসবাহন সর্বমূচ্ছ দেখা যায়, কিন্তু কোন কোন স্থানে ময়ুরবাহন সর্বমূচ্ছ মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বৌদ্ধম প্রাচীরের সর্বমূচ্ছ ময়ুরবাহন। রাজপুর স্থলেও ২১টি এই প্রকার মূর্তি পাওয়া যায়। কানিংহাম সাহেবের মতে গঙ্গায় মূর্তি ও সর্বমূচ্ছের ময়ুরের প্রাচীরটির গায় এই সব দেবী মূর্তির বাহন যথাক্রমে মূর্তি, মূর্তি ও ময়ুর। এতে মূর্তিতে কলিকাতার প্রকল্পঘটণায় (১৯৪৭ সংথায় মূর্তি) একটি সিংহবাহন সর্বমূচ্ছের দেখিতে পাওয়া যায়। মেহবাহন ময়ুরবাহন মূর্তিতে মূর্তি পাওয়া যায়। রাজসাহী বারেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিতে এই প্রকার একটি মূর্তি আছে। সাধারণতঃ সর্বমূচ্ছ মূর্তি হৃদি হস্তবিশিষ্ট। তাহার এক হাতে পুষ্কর, অপর হাতে মালা বা বীণা। কোন কোন স্থানে ৪ হস্ত বিশিষ্ট সর্বমূচ্ছ মূর্তি আছে—তাহার হাতে পাণ্ডু ও অক্ষু এবং বীণা ও করণ্ডুলু থাকে।

বৌদ্ধশাস্ত্রেও দেবী সর্বমূচ্ছ বিদ্যাবিদ্ধতার দেবীরূপে পূজিতা হইতেন। ক্রমে বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রভাব নেপালে, ভিক্ষু হইতে স্নুদূর চীন, নেপাল, জাপান প্রভৃতি দেশে বিপুল লাভ করিল আর সঙ্গে সঙ্গে সর্বমূচ্ছের মাহান্তায় মূর্তিদেহ হইল। বৌদ্ধশাস্ত্র বিদ্যার অধিপতি দেবতার নাম মঙ্গুষী। ইহার স্থান বৌদ্ধস্থলের নীচে। একথানি মঙ্গুষী চরিতে দেখা যায় যে লক্ষ্মী, সর্বমূচ্ছ শিখারী মঙ্গুষীর শক্তি (মঙ্গুষীবিভক্তিতে—৩১৩ বিখ্যাত চীনাভাষায় ইহার অনুবাদ হয়)। বৌদ্ধতাত্ত্বিকেরা ক্রমে বাগীর্ধ্য মঙ্গুষীর শক্তি—বাগীর্ধ্য দেবী সর্বমূচ্ছের ভাস্ক হইলেন। বাগীর্ধ্যের হৃদি প্রকার ভো—এসেমু—
ধর্মাচার্যের ও সৌভাগ্য বাগীশ্বরী। হিন্দু-ভাষাতে মহারাণী শঙ্কর (যাহা মার্শালিক ভাষায় Logos)। যাহা হউক বৌদ্ধদের চারি প্রকার সর্বভুতির পরিচয় পাওয়া যায়—(১) মহারাণী (২) বজ্রবীণা সর্বভূতি (৩) বজ্রপার্ব (৪) আর্য সর্বভূতি। মহারাণীর চারিপাশ্বে ৪টি নামিকা—সমুদ্রের প্রজাতি, পশুর মূখ, পল্লীর মেঘ, বায়ু মূর্তি। তাহার চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিত। (তাহার ধ্যান সাধনমালা, সংখ্যা ১৬২ পৃষ্ঠা ৩২৯ দেখা যায়।) বজ্রবীণা সর্বভূতির দ্বই হাতে দুই বীণা। বজ্রপার্বশ দক্ষিণ হস্তে পপা, অপর হস্তে পুষ্কর। আর্য সর্বভূতির দক্ষিণ হস্তে রক্ত পপা, বাম হস্তে প্রজাপার্বমিত্র পুষ্কর।

বৌদ্ধব্যাপ্তিগুণী হিন্দুত্তমের সর্বভূতির বিভিন্ন ধান ও রূপ-কল্লন। দেখা যায়—যেমন নীলসর্বভূতি প্রভুতি।

জৈনদের মধ্যেও দেবী সর্বভূতির বিভিন্নরূপে পূজিতা হন। দেবী জৈনের মধ্যে দেবী সর্বভূতির বিভিন্নরূপে পূজিতা। ভগবানের মূখ-নিঃসূত বামী মৃত্যু এবং সর্বভূতি তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অনেক জৈনগুলো যেমন উদ্ধার, [ যেমন আত্মা ধর্মকথাসূত্র, (১ অঃ ৪ বর্ণ ১ অঃ ) ] বর্ণমানাদি তীর্থক্রমের সহিত সর্বভূতির প্রণাম আছে। শ্রীবলোকগোল জৈন-নিমিত্ত একটি অক্ষয়ের স্তন্তরে ধ্যান পূজা হইয়াছে। যাহা হউক অতি প্রাচীন কাল হইতেই উত্সাহরূপ ও বিদ্যমান উভয় জৈন সম্প্রদায়ের সর্বভূতিকে গীর্জায় বাগ্দেবভাবারূপে পূজা করিয়া আরিতেছে। ২৪ জন তীর্থক্রমের যে ২৪ জন শাসনদেবী আছেন, তাহাদের মধ্যে ১৬ জন শাসনদেবী বিভাগদেবীরূপে পূজিত। এই ১৬ জন বিভাগদেবী যবন—বোহিনী, প্রজাপতি, বল্লভ, ...
দেবদেবীত্ব

কৃত্তিপাল, চক্রবর্তী, নরদেঞ্জ, কালী, মহাকালী, গৌরী, গাঙ্গারী, সূর্য, মানবী, বৈরাগী, অকুঠা, মানসী ও মহামানসী। যাহা হউক, ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় দেবী
সরস্বতীর পূজা প্রভোক্ত শাস্ত্রেই বিহিত আছে। তবে তাহার
মূর্তি-কল্পনার কিছু তারত্ত্ব আছে। র্তাহাদের বহু মন্দের দেবতা
সরস্বতী। র্তাহাদের ১০টি মন্দির একটি উপনিষদ সংকলিত
হইয়াছে—ইহার নাম “সরস্বতীরহস্তকালপিন্যহ”। , বর্তমানে যেমন
নারায়ণ, কৃষ্ণ প্রভুতির মন্দিরের প্রাচুর্য ভারতের সর্বত্র রহিয়াছে,
সরস্বতী-মন্দিরের তদ্দৃশ প্রাচুর্য না থাকিলেও বহু প্রাচীন কোনকে
সরস্বতী মন্দির আছে—যেমন কাশীর সারদাদেবীর মন্দির ইত্যাদি।
এখন ভারতে না, স্তূর্ব প্রাচীর অনেক স্থানে সরস্বতী-মন্দির
এখনও বর্তমান। জাপানেরও কয়েক স্থানে সরস্বতী মন্দির আছে।
জাপানে ৭টি সৌভাগ্যবিশ্বাস। আছেন। তাহাদের মধ্যে ৩টি দেবতার
পূজা। ভারত হইতে গৃহীত। যথা—(ক) ‘দৈ-কোকুতেন’ বা মহাকাল
(খ) ‘বেন-কই-তেন’ বা সরস্বতী (গ) ‘বিষমওতেন’ অর্থাৎ বৈজ্ঞান
বা কুবের। জাপানের যে সব সরস্বতীতন্ত্র আছে তাহা সাধারণতঃ
পুকুরী বা জলাশয়ের তীরে। যদ্যপি প্রভূতি অঞ্চলে বর্তমানে
যে সব সরস্বতীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা এক সময় যে এইসব
স্থানে দেবীর স্থায়োন্নতিবর্তী পূজা হইত তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করে।

dেবী সরস্বতী শুধু মূর্তিরূপে দেশবিদেশে পূজিত। হ'ন না,
বিশার প্রতীত প্রভাবাদিতেও তিনি পূজিত। হ'ন। আর ত্রিশাশ্বের
।।৭.৫৩৫।। দেখ। যায়—'বাহীবরী' যদ্যপি তিনি পূজিত।
স্ম্রতি। ভারতের দ্বিজগণের যে ব্রিস্বলাপাঠবিধি আছে, তাহার মধ্যে সাব্যস্তদের অধিষ্ঠাত্রীপে দেবী সরস্তী প্রতাহ লক্ষ লক্ষ দ্বিজগণ কর্তৃক স্তম্ভ হইতেছেন।

প্রাচীন এই দেবী “Athena” বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রোমকেরা ঈহাকে ‘Minerva’ বলিতেন। ইনি এখানে Zeus বা ঈশ্বরের কন্যা এবং অনুপন্ত। পিচ, ঈহার উৎপত্তির উপাধ্যায় এদেশের উপাধ্যায়ের অনুরূপ। এই দেবী Ulyssesএর ঈশ্বরবিশেষ ছিলেন। প্রাচীন Athensএ ঈহার একটি উৎসব প্রতি চারি বৎসর অন্দর অনুষ্ঠিত হইত। ঈহ ‘Panathenaeac’ নামে অভিহিত হইত।

পুজঞ্জাবিধি— সরস্তী পুজ্জা দুই প্রকারের হয়—এক সময়ের মৃত্তিকা আর এক বিভাগের যে বস উপকরণ যেমন বই, ডায়াত, কলম, কাগজ ইত্যাদির পুজ্জা দ্বারা। সরস্তী নিজে শেভর্ন, শুভ্র-বসনা, এবং শুভ্রবীণায়ুক্ত। সেজন্য ঈহার পুজ্জার উপকরণের শেভর্ন—সাদা ফুল, সাদা ধান, সাদা চন্দন, মাথান, তুঢ়, খৈ, ইত্যাদি।

ঈহার সঙ্গে অন্যান্য ও অত্রো দেওয়া হয়। পটভূজে ঐনি প্রথম হোলিগান হয় সেজন্য বোধ হয় এই পুজ্জায় অভিবার ও অভ্য দেওয়া হয়। এই পুজ্জার প্রথমে লক্ষপুজ্জা করিতে হয়, তারপর সংকল্পবাক্য পাঠ করিয়া অথাৎ পুজ্জার যায় পুজ্জা করিতে হয়। পুজ্জার শেষে সরস্তীর ৮টি অংশ—লক্ষান্তর, মেহা, ধরা, পৃষ্টি, গোরী, তুষ্টি, প্রসন্ন ও ধৃতি—এই সকলের পুজ্জা করিতে হয়।

সরস্তীর বীজমন্ত্র ঐ। “ও ঐ নমো সরস্তীয়স্মার্থঃ” এই মন্ত্রে পুজ্জা করিতে হয়। ঈহার ধ্যানমন্ত্র ঐটিতে—
২০  সেবদেবীতত্ব

"ও তরুণসকলমিন্দোবিষ্টতি শুভ্রকান্তি:
কুচভরনমিতাঙ্গী সমিসন্ধা সিতাজে।
নিজস্বকরমলোত্তরেরেখনী পুষ্পকমলীঃ
সকলবিভবসিদ্ধে পাছু বাগ্ধেবতা নঃ।"

ইহার প্রণাম মন্ত্র এই প্রকার—

"ও ভদ্রকালীয় নমঃ নিত্যঃ সরস্বতী নমঃ নমঃ
বেদবেদাদূতবেদান্ত বিদ্যানান্ধেন এব চ স্বাহা।"

তত্ত্বে সরস্বতীপুজোর বিভিন্ন মার্গে আছে ও পুজোবিধিরও সামান্য পার্থক্য আছে। সরস্বতীর মন্ত্র, কবচ, প্রভৃতিতে আছে। তারাদেবী তত্ত্বে নীলসরস্বতী নামে বিখ্যাত। অপরাধে পারিজাতসরস্বতী নামে একটি পৃথক প্রকারণ আছে। 'সরস্বতীতত্ত্ব' নামে একটি পৃথক তত্ত্বের গ্রন্থও আছে।

তত্ত্ব—এই দেবী সরস্বতীই স্থিতির প্রধান। স্থিতির পূর্বে একমাত্র পরমপূর্ব ব্রহ্ম ছিলেন—'প্রজাপতি বৈ ইদমসাং'। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাত্র বাকৃ—'তথা বাকৃ বিভীতী আসিৎ'। আর এই বাকৃ হইতেই তিনি জগৎ স্থিতি করিলেন—'বাগ্বেবস্ত সা স্মৃত্তাত'।

বৃহস্পতীকে উপনিষদেও (১২.২৫) আছে—'বাকৃ ও অত্মাধারা: চারিবেদ এবং বিশ্বচরাচর স্নেহ হইলে। স্ত্রীরাং দেখ। বাইতেছে স্থিতির অদি কারণ ও শক্তি বাকৃ, আর বাকৃ ও ব্রহ্ম এক—বাগ্বেবস্ত ব্রহ্ম (বৃহ. উ. ৪১১.২)। এই বাকৃই দেবী সরস্বতী এবং স্থিতির আদিপ্রকাশ।

সংক্ষেপে দেবী সরস্বতী সমক্ষে আলোচনা করা হইল। কেনে একতান কারণ হইতে আজকে আর্থরম্ভবলাভের গুহে গুহে দেবী
পৃঙ্গিত হইতেছেন। ভক্তগণ শংক্রণ শংক্রণ মঙ্গল গান গাহিয়া বিশষ দিবসে (মাসিক শুরু ৫মী) জ্ঞানীর আগমনবার্ষ্ক অগ্নিবাসীকে জানাইয়া থাকেন।

দেবীর কুপায় দেশবাসীদের অজ্ঞানাঙ্ককার দূষিত হইবে। অগ্নি জ্ঞানের গুরু আলোকে উজ্জ্বল হউক—হইহ তাহার নিকট প্রার্থনা।
শ্রীশ্রীলক্ষ্মী

পৌরাণিক কাহিনী—বিভিন্ন পুরাণে লক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি সমক্ষে কয়েক প্রকার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তবে মূলতঃ এই কষ্টে বিষয় এক, যথা—

তিনি নারায়ণ (বা বিষ্ণু—) পত্নী এবং বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। তিনি তথাকথানবর্ণণা এবং সর্বপ্রকার সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও সর্বসৌভাগ্যদায়িনী।

অতঃপর পুরাণে আছে যে এক সময়ে নারদ নারায়ণকে লক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি সমক্ষে জিজ্ঞাসা করেন। তদমতে নারায়ণ বলেন—

স্থানীয় প্রাক্তালে রাসগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের বামভাগ হইতে লক্ষ্মীদেবী উৎপন্ন হইলেন। তাহার মুখগুলি কোটি শারদীয়। পৃষ্ঠায় তাহার প্রভাযুক্ত ও পল্লবস্পর্শ। উৎপন্ন হইলে তিনি বিভিন্ন বিভিন্ন হইলেন—এই চারি দেবী রাধিকা ও লক্ষ্মী। রাধিকা প্রথম ইকুককে প্রার্থনা করেন ও পরে লক্ষ্মীও তাহাকে প্রার্থনা করেন। ইকুকক উভয়ের প্রার্থনাই পূর্ণ হইলেন। তিনি বিভূজ শ্রীকৃষ্ণস্বভাবতি রাধিকাকে গ্রহণ করিলেন ও চক্ষুভুজ নারায়ণ মূর্তিতে লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা ও গৌরগৌণিসহ গোলকে ও নারায়ণ লক্ষ্মীসহ বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই লক্ষীদেবী যখন ইত্যাদি সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী শরাগনন্দা—
রূপ—মর্ত্যে রাজলক্ষ্মী, ও গুহলক্ষ্মীরূপে ও আত্মগত সর্বপ্রকার সৃষ্টি। ঐশ্বর্য, লোভা বা ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিভ্রান্ত করেন।
এইরূপে তিনি নিঃস্ব প্রেমনিত মুর্তিতে বিশ্বচরণের হস্তে করেন বলিয়া। দেবীগণের মধ্যে মহত্ত—তিনি মহা ক্ষীরূপের খাওয়া। আর
বেঝায় তিনি অধিষ্ঠান করেন না তাহা হতে শাহী ও শামসাহিন।
তিনি বৈকুণ্ঠে পূর্ণরূপে ও অস্ত্রাগুলের অমানাহ্যনে অংশীকরূপে বিভ্রান্ত হন।

নারায়ণের নিকট লক্ষ্মীর এই প্রকার উৎপত্তি বর্ণনা শ্রবণে নারায়ণ
পুনরায় তাহাকে প্রশ্ন করিলেন যে, তবে ক্ষীরদেবীকে লক্ষীরন্তর যা সাগর হইতে উৎপন্ন বলা হয় কেন? তখন নারায়ণ পুনরায় বিভাবে,
ধর্মাসামুদ্র অভিশাপে ইন্দ্র দেবগণের হর্গুচ্ছত হইলে নারায়ণের
উদ্দেশে কঠোর তপস্তা করেন, নারায়ণ স্বতঃ হইলে ক্ষীর
হইয়া লক্ষ্মীদেবীকে উদ্দার করিয়া বলেন, নারায়ণের আদেশে
তিনি (লক্ষ্মী) দিক্তদিকযারুপে উদ্দার করেন ও তখন দেব-দেবী
সকলে মিলিয়া সুজ্ঞময় করিয়াছিলেন এই দেবার দেবীদেবীকে
উদ্দার করিয়া পুনরায় হতশ্রী অর্গ্যান্ত করেন—ইত্যাদি বলেন।
তখন মরীচি, অঙ্গী প্রভৃতি ঝাংঝাকে পুঞ্জাচর সূর করিয়া লাগিলেন,
এবং লক্ষ্মী সমৃদ্ধ হইয়া কোন কোন স্থানে তিনি অংশবদ্ধতায়
অবস্থার করিলেন তাহা বিষ্ণু করিয়া লাগিলেন। এইভাবে বর্ণনা
'লক্ষ্মীচরিত' নামে খ্যাত। ৪৯ ভূতের পুরাণের ২১-২৩ অধ্যায়ে, পুরাণের
পুরাণের ১১৪ অধ্যায়ে, সংহিতাপুরাণের লক্ষ্মীদেবীবৎসরায় এবং মহাকাত্যায়
পুরাণ প্রভূতিতেও এই ৪৯ ক্ষীরচরিত নাম অধ্যায়ে বিখ্যাত হইয়াছে এবং
ইহা অনেকেই অবগত আছেন। কেন্থু কোন প্রশংস বাক্য বা তাঁহার প্রিয় এবং কেন্থু কোন মানুষ তাঁহার প্রিয় তাহা এইসব বর্ণনায় বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

পুষ্পাব্দ্যবর্ণ্য—বিষয় এবং সর্গস্ব দেবগণ ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র এই তিন মাসে লঙ্কাপূজা করিয়াছিলেন। তদমুখায় ভারতেও এই তিন মাসে লঙ্কাপূজার বিধি প্রচলিত হইয়াছে। এহিততত্ত্ব গুরুপক্ষীয় বৃহস্পতিবারে, রবি ও সোমবারেও পুজো বিধেয়। কেন্থু কোন ভিন্ন ও নক্ষত্র তাঁহার পূজা প্রণীত, সৃষ্টিতে তাহা বিশদভাবে উল্লিখিত আছে। লঙ্কাপূজার ধরিত নারায়ণ এবং কুবেরের দেবর পূজা করিতে হয়। আপনি মাসের পুরীমাত্রিতে যে বিষয় রহিত পুজো হয় তাহাকে কোজাগরী লঙ্কাপূজা ও কার্তিক মাসের অমাবস্যায় যে পুজো হয় ভাদ্রকে ধাপাবিহিত লঙ্কাপূজা বলে। লঙ্কাপূজার দিন সরস্তো-পূজার ও সরস্তোপূজার দিবস লঙ্কাপূজার বিদ্যায় দেবিতে পাওয়া যায় এবং ব্রাহ্মণচারার লঙ্কাপূজার বিদ্যায় আছে।

লঙ্কাপূজার একক বীরবসন্ত ‘শ্রীরাম।’ দশাবর্ণ মন্ত্র ‘নমঃ কমল-বাসিন্ধে যাহা’ এবং মহাত্মাগুরু মহাকাশকর বীরবসন্ত—ও এই শ্রীরাম ক্লাঙ হেস। অগ্নিপুরুষে নমঃ।’ এই অতীত ‘এই শ্রীরাম ক্লাঙ মন্ত্র বীরবসন্ত প্রণীত। ধ্যানাদি পিঠক, পরমায় প্রভূতি বাদে এবং শুরুক্ষী পুষ্প ও পঞ্চক্ষী ঘাডা তাঁহার পুজো বিধেয়। এই পুজোর কর্মীত্ব নিবিড়।

নিম্নে লঙ্কাপূজার ধ্যান, প্রার্থনামন্ত্র ও প্রশান্তমন্ত্র প্রদত্ত

—
ধ্যানমন্ত্র—ঔপনিবেশিক মলিকাস্তোজ শ্রূণবীর্য সৌম্যায়ং
পর্যায়ন্ত্র ধারেচষ শ্রীং তৈলোক্যক্ষাত্তবমূ।
গৌরব্য সূর্যপাক সর্বলক্ষার্থুল্যিতাম।
রৌখপ্রথাশ্রুতাঃ বরদাং দক্ষিণেন তু।
প্রার্থনায়ক—নমস্ত সর্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিত্বং প্রপল্লানাং সা মে ভূয়াঃ ভদ্রচনাং।
প্রাণামন্ত্র—শিখর পদ্ধা ভার্ষ্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে গুরুভে।
সর্বত্বঃ পাহী মাং দেবি মহালক্ষ্মী নর্মোহস্ততে।

নামকরণ-লক্ষ্মীদেবী বহনামে খাতায় যথা—ঈশ্বরী, কল্লো, লক্ষ্মী,
 চলা, ভূতি, হরিপ্রিয়া, পর্ম, পত্রালয়া, সম্পদ, রম, শী, পার্থাবিয়ী
 ইত্যাদি।

মূর্তিপরিচয়—পুরাণাদিতে লক্ষ্মীদেবার মূর্তিতে সামান্য ভিন্নতা
 লক্ষিত হয়। লক্ষ্মীদেবীর বর্ণ সর্পং। কেবল মূর্তি পূজার তাহার
 বর্ণকে কাল বলিয়া লিপিবদ্ধ আছে। আর শিলারস্ত নামক গ্রেহে
 লক্ষ্মীদেবাকে গুমজ্জন বল। হইয়াছে এবং ইহার এক হস্তে পার্শ্ব
 ও অর্থ হস্তে বিশিষ্ট। কিন্তু অম্পাদা সর শাস্ত্রে দেবীর দুই হস্তেই
 পদ্র এবং কোন কোন স্থানে ধায় লক্ষিত হয়। দেখা যায়, যখন
 বিশ্ববর সহিত পৃথিবী তখন তিনি বিশ্বসং কিন্তু যখন পৃথিবীতে
 অবস্থিত হ’ন তখন চুড়ির্জন ও সিংহাসনপরে স্থাপিত অক্ষরল
 পদ্মের উপরে আসান। দক্ষিণদিকের একহস্তে মৃগালয়ুক্ত পদ্ম, অন্য
 হস্তে বিশিষ্ট এবং বামদিকের একহস্তে অম্বুত্তন্ত এবং অম্বুত্তন্ত
 অর্থ। তাহার দুই পাশ্চে ২টি হস্তী শুওঘারা দূষ হইতে তাহার।
দেবদেবীত্ব

মন্ত্রকে বারিসিঙ্গন করিতেছে। দুঃখার মন্ত্রকেও পথ এবং তিনি কেঘুর ও কপণশোভিত। এই চতুর্ভুজস্যুক্তি দেবীকে মহালক্ষ্মী বলা হয়। করুণীতির নগরে (বর্তমান কোহলাপুর) মহালক্ষ্মীর এই প্রকার একটি প্রাসিঙ্গমন্ত্র আছে, কিন্তু দুঃখার দর্শনিকের নিম্নলিখিত পাত্র ও উপরিতে ক্ষয়ক্ষয়কে ‘কোরিকা’ নামক গলা এবং বাংলা নামক নিম্নলিখিত বিষ্ণুলস্য উপরিতে খেতাব। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, লক্ষ্মীদেবীর অন্তঃনাম শ্রদ্ধেী। অনেক প্রাচীন মন্ত্রে এই শ্রদ্ধেীর কর্তাক্ষে ভিন্নপ্রকার মৃতি দৃষ্ট হয়। ইলোরা, মহাবলীপূর্ণ প্রভুত্ত স্বামী শ্রদ্ধেীর মৃতি আছে। মাদেীর নামক স্থানে দুঃখায়মান এক লক্ষ্মীদেবীর মৃতি দৃষ্টি হয়, তিনি বিশ্বঃ। ভূতেী (পৃথিবীর অধিনাত্রী দেবী)——লক্ষ্মীদেবীর নামাত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইত্যাদি বর্ণ সাধ্য নাহি (কাঁচালাঙের মত)। দুঃখার মন্ত্রকে করণ ময়ুরা এবং তিনি বহ অলকচর ও হরিপ্রবর্স বন্দ্রশোভিত, বিখ্যাত।
এবং আসিয়া বং দুঃখায়মানা। এই ভূতেীরও আবারে ভিন্ন মৃতির বর্ণ। দৃষ্টি হয়। ব্যাপ্তিক্রমের দীপে। যায় তিনি শেনবর্ণ এবং চতুর্ভুজস্য একাক্ষে রহিতাত্ব, একাক্ষে শত্রাত্ব, একাক্ষে ওষুধিতাত্ব ও অন্তর্বতে পথ। তিনি চারিটি দিুৃগৰ্জ বা হৃষ্টিক পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। 'পূর্বকারণগম' ভূতেী কণ্তুর্বর্ণ, রক্তবন্দ্রশোভিত, স্বর্ণাত্ম এবং যজ্ঞপুরত্তশোভিত বলিয়া বিশিষ্ট হইয়াছেন।

dেবীর কোন কোন পথে এই প্রকার ভিন্ন মৃতি কল্পনাকে কারণ কি? সত্যবং তিনি এই প্রকার মৃত্যু তে কোন কোন ভক্তকে দর্শনি দিয়াছিলেন।
লক্ষ্মীদেবী—ঈশ্বর অনন্ত শক্তিগঠন ও মাধুর্যের মিলয়। তাহারা ভিন্ন শক্তি বা বিভূতির বিকাশ বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে দিয়া। ইহা দেবদেবীকে ঐসব শক্তির অবিশিষ্টতায় দেব বা দেবী বলা ইতে পারে।

লক্ষ্মীদেবী স্বীতি বা পালনকর্তা ঐশ্বরিক ভাবারূপে বর্ণিত। স্বর্গ, শোভা বা ঐশ্বর্যবতী জগতের স্বীতি স্বায় হইতে পারে। সেই এই পালনকর্তা-পুরুষস্তম বিভূতির শক্তি বা ভাবারূপে গঠিত। তিনি ঐশ্বরি বা ঐশ্বর্যের অবিশিষ্টতায় দেবী, সুতরাং তাহার ধনায় দেবগণ বা মানবগণ ঐশ্বর্যলাভ করিয়া ঐশ্বর্যমণ্ডল হইতে রাতে বিচিত্রতা কি? বিভিন্ন দিবসে তিনি দেবগণ বা মানবগণের স্বায় আবিভূতি হইয়াছিলেন, সেই ঐশ্বর্য দিবস তাহার পুজো আরাধনায় প্রশস্ত।

পুজোপ্রচলন—লক্ষ্মীদেবী প্রথমে বৈকুণ্ঠে নারায়ণ কর্তৃক জাতা হইলেন। পরে দেব ও মহাদেব তাহাকে পুজো করেন। জগতের শুভ্রমুক্তিতে হইতে সমস্ত পত্ত তাহাকে পুজো করিয়ালেন। উক্ত পৌষ্প, চৈতন্তের শুভাদিনে বিভূতি তাহার পুজো হতে। ভারতে প্রথমে আধুনিক মনু এবং পরে অন্তান্ত পূজা ও রাজগণ তাহার পুজো প্রচলন করেন। পৌষ্পো পূজার সংক্রমণ্য মনু প্রাণময়ে লক্ষ্মীপূজা করিয়াছিলেন। পাতালে নাগ- ও তাহার পুজো প্রচলন করেন। এইভাবে সর্বভুক্ত তাহার পুজো হল। তাহার পুজোপ্রক্রিয়ার আলোচনা এখানে নিঃস্পর্শ হুইয়াছিল।

ইহার অতি সংক্ষেপে লক্ষ্মীদেবীর পরিচয়। ইহি 'সোনার বরণিকা'।
২৮

দেবদেবীতেহ

রাণী বলিয়া গীত হ’ন। ঈহার কুপায় দেশ ধনেধায়ে শ্রীশুমায় শোভিত হন। দেবভূমি ভারত ঈহার আশীর্বাদে দুঃখদর্শীমুক্ত হইয়া মুজ্জলা, মুফলা, মন্দাশ্মালা হউক, ঈহাই প্রার্থনা।
শ্রীশ্রীকার্তিকেয়

সংজ্ঞা—ইনি মহাদেব-পুত্র। কৃতিকাপ্রভৃতি ৬টি নক্ষত্রের গথিতাত্রী দেবীরা বীরারা চন্দ্রদেবের কৃতি—তাহাদের দ্বারা ইনি গালিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইনির নাম কার্তিকেয়। [কৃতিকার্থপত্যম গাল্যাশ্চ ইনি কৃতিকাঃ প্রবত্তন পাণিকৃত্যে (শ্রী-ভেটাচক—পাণিকৃত্যে)। ইনির গৌণার্থ নামও আছে। যথা মহাসেন, শরহর্মী, রত্নানন্দন, কৃষ্ণদ, সেনানী, অমৃতৰূপ, গুহ, বাহুলেল, রাজেরাজিত, বিশারদ, শিখরবাহন, যশোরাজ, শক্তিকর, কুমার, ক্রোধদার, আগম, কাংসিয়া, ময়ূরকেতু, ধূমেশ্বর, মহাযুদ্ধ, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, গোকুল, ভূবনশৈল, শুক্ল, দুর্গাপুর, সুভানন, অম্মায়, অর্রুর, রোদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন্দ, দীপত্তকন্তা, প্রাক্ষেপনায়ী, মনোক্তৃ, কুঠোক, ধীতিত্রিয়, পারবিত্ত, মাতৃবৎসল, কুতার্গীত, বিভিন্ন, শাহের, রবীন্দ্র, প্রভু, নেতা, নেগমেয়, স্মৃতার, স্বত্বদ, ললিত, বাল-ক্রীড়াগ্রন্থিন, হরিচারী, ব্রাহ্মণচারী, দেবেনহায়তি, গাঙ্গ, বাদশহলোচন, গৌড়শর, পাবকাম্বল ইত্যাদি। প্রত্যেক নামেরই অর্থ আছে এবং কার্তিকেয়ের কাহিনী হিসেবে বিশেষত্বমূলক এই প্রকারের আরও বহুসংখ্যা দিতে পারা যায়।

কাহিনী—বিভিন্ন পুরাণে কার্তিকেয়ের জন্মের কাহিনী আছে। শ্রীবিকাতিক পুরাণে দেখা যায় শিব পার্বতীর সহিত ক্রীড়া। করিবার ময় তাহার বীর্য ভূমিতে নিক্ষেপ হয়, ভূমি তাহ। সহ করিতে। পারিয়া। অথবা, অথবা আবার শরবনে নিক্ষেপ করে এবং তথায়...
এই সংখ্যার প্রথম হয় এবং কৃত্তিকাদিদের বীণায় কুলীর ইনি পালি হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হয় কাভিকেয়। কৃত্তিকা প্রথম ৬ জন দেবীর একসঙ্গে স্মরণার্থ যেয়ে ইহার ৬ষ্ঠ অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেম্বর ইহার নাম মহাস্না।

রামায়ণে আছে এক কল্পে ইনি পুনরায় অধি পুয়ে গঙ্গার্গের অধিগ্রহণ করেন এবং সেইসময়ে কৃত্তিকাদিই ইঁহাকে পাল করিয়াছিলেন।

বামন পুরুষে আছে অগ্নিপুরুষ পরিতাকচ মহাদেবের তে হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত কন্যা কুটিলা ধারণ করেন এবং তিনি পূর্বতে পার্শ্ববর্ত্তী এক সরোবর এই পুত্রের প্রসব করেন, আর কৃত্তিকাজ তাহাকে পালন করেন। কৃত্তিকাদিদের পুত্রের ভিতরে তিনি কাভিকে কুটিলার পুত্রের ভিতরে তিনি কুমার, গৌরীর পুত্রের ভিতর ( পার্বতীর জন্ম মহাদেবের তেজ স্বরূপ অর্থাৎ করিত হইয়াছিল বলিয়া ), ও ( গৌহাসা নিবন্ধ) হত্তাশন অগ্নির পুত্রের মহাবসন নামে খ্যাত অবার বিষু-পুরাণে আছে মহাদেবের ঔরসে স্নায়ার গর্ভে তাঁর জন্ম।

এই প্রকার বিভিন্ন কাহিনী হইতে এই জন্ম। যায় যে কারণের উৎপত্তি হয় মহাদেব ও পার্বতী হইতে। পার্বতীর গাথা তিনি জন্মার নাই—সংকর্ষণ দ্বারা পার্বতীর অন্তর্ভুক্ত ভগিনী কুটিলার গঙ্গার গর্ভে তিনি হইয়াছিলেন এবং তাহাকে শরুর প্রতিয়ে দেবী কৃত্তিকায় লালন পালন করেন।

ইহার উৎপত্তির কারণ সে পুরুষে এক কথা। তাড়াতাড়ি অভ্যাচারে দেবগণ বিভ্রত হইয়া ব্রাহ্মণের শরপাল্লম হইলে ব্রাহ্মণের বলে
মহাদেব ও পার্বতী হইতে যে তন্ত্র উৎপন্ন হইবে, তিনি হইবেন দেবসনাপতি এবং তাহার দ্বারাই তাড়াকাত্ত্বর নিহত হইবে। দেবতারা তদমুখীর্য মহাদেবের নিকট গমন করেন।

সতীর দেহভ্যাগের পর হইতে মহাদেব হিমালয় প্রদেশে মহা-সমাধিময়। এদিকে সতী পুনরায় হিমালয়রাজ কঠোরে জমিয়াছেন ও পার্বতী বা উমা নামে খ্যাত। মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য তিনি কঠোর তপস্যা করিতেছেন। এবং সমাধিময় মহাদেবের নিকটে থাকিয়া তাহার পূজা ও অর্চনার করেন। দেবতারা স্বভাব- বুঝিয়া কামদেবকে লইয়া মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা করেন।

মহাদেবের রোষে কামদেব ভ্রমণভুত হইলেন। তৎপরে পার্বতী পার্বতীকে দেখিয়া তাহার সহিত বিহার করেন ও কাত্তিকের উৎপত্তি হয়। অন্যভাবে যে অগ্নিপুরুষোপরে জলগঞ্জ হয়। আছে তাহার অর্থ এই যে, মহাদেবের পরিতৃক্ত তেজ অগ্নিতে নিকিপ্ত হইলে অগ্নি কাত্তিক তাহা গঞ্জগলে নিকিপ্ত হয়। এবং সমস্ত গঞ্জগলের নিকটে কোন শরবনে কাত্তিক জমিয়া। অবশ্য মানবজ্ঞান এভাবে হইতে পারে না। কিন্তু দেবতাদের মানসিক্রিয়া বা ইচ্ছা- দ্বারাতেই যখন স্থির হইতে পারে তখন এই প্রকার উৎপত্তি অসম্ভব নহে। স্তরাং মহাদেব ও পার্বতী হইতেই কাত্তিকের জন্ম এবং তাড়াকাত্ত্বর ও দেবসনাপতিকে দেবতাদিগকে অসুরান্দি হইতে রক্ষা করাই তাহার কার্য ছিল।

“মুক্তিপরিচয়—নিম্নলিখিত ধ্যানমত হইতে তাহার সৃষ্টি: পারিচয়
পাওয়া যায়—”
কার্তিকেয় মহাভাগ ময়ূরপরি সংগ্রহতম।
তপকাঞ্চনাঙ্গা শঙ্কিতত্ব বরপ্রদম।
বিভুজ্জ শত্রহস্ত্রাঙ্গ নানালক্ষারকৃতম।
প্রসন্নবর্ণন দেব সর্বেনা সমারথম।

অথ তুমি মযুরের উপর অরাষ্ট, তপস্নগুণগুলক, শঙ্কিতত্ব,
বিভুজ্জ নানালক্ষারভূষিত, প্রসন্নবন্দন এবং দেবসেনাদের দ্বারা পরিবৃত।
সুতরাং তুমি প্রকৃতপক্ষে যাত্রান নহে।

কার্তিকেয়ের প্রথম নাম দেবসেন। ইনি প্রকৃতির প্রধান অংশভূতঃ
মহান অন্যতম এবং বিভুজ্জ বিভূষিত (রঞ্জসী বৈ)। কার্তিকেয়ের
পুত্রের নাম বিশাখা (ভাগবত)। অনেকে পুত্র কামনায় কার্তিকেয়
পুত্র (পুজপ) করেন, সুতরাং ইনি সন্তানদের রক্ষা করার পত্তি বলিয়া।

কার্তিক-পর্বে দেবসেনাও এক যোদ্ধাদেবী এবং তাহার নামের
নামের অংশ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে—

কৌশলী শঙ্কিতত্ব হয় ময়ূরপারি সংগ্রহত।
যোদ্ধাবিধায় তত্ত্ব অমিকা গুহরপিনী।
সুতরাং ইনিও মযুরাস্তাই। এবং দেবী অগ্নিশক্তির ই অংশবিশেষ।
মৎস্ত পুরাণ হইতে দেখা যায় কার্তিকেয় যখন তাড়কাই রবে যান
তখন দেবতা, গঙ্গা, গৃহীতরেখাগ সকল তাহাকে বিষ্ণু ও
সেনার দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন।

কার্তিকেয়ের পুত্র কার্তিকমাথের শেষ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।
গ্রাম্বর্ণয়মের সমান পুজু তথি বিশেষ হয়। কেবল মাত্র এই পুজুরই
শ্রীশ্রীকান্তিকের

(সম্পত্তি: ইহাকে কান্তিকেরক্রন্তরূপে গণা করা হয় বলিয়া)। নিদিষ্ট সৌন্দর্য দিবসে অনুষ্ঠিত হয়। রূপীয়ামল নামক অন্তর্গতে “যোগাযোগের মহাসেন ...............মাত্র কার্য বিচরণ।” এই একটি কান্তিকের স্মৃতি আছে।

আর্ধের প্রত্যেক দেবীদেবীই কোন একটি বিশেষ গুণ, শক্তি বা আদর্শের প্রতীক। কান্তিকের তত্ত্ব আদর্শ শক্তিমান সেনাপতিরূপে আরাধ্য দেবতা। ভারতীয় শাস্ত্রসমুহের মধ্যে শক্তিবিশ্ব বা ধৰ্ম্মবেদশাস্ত্র অন্তর্গত এবং এই বিশ্বাসের আরাধ্য দেবতা কান্তিকের। বর্তমান ভারতের প্রত্যেক সম্ভাবনার্থই শ্রী, সৌন্দর্য ও শৈর্ষ-প্রতীকরূপে কান্তিকের পুজ্য।
শ্রীশ্রীদুর্গা

সংজ্ঞা—স্থিতি-স্থিরতা-সংহারকরণী আচার্যকিন্নে দুর্গাদেবী নামে প্রখ্যাত। দুর্গার সহস্র নাম আছে যথা—উমা, কাজ্যায়নী, কালী, হৈমবতী, ঈশ্বরী, সতী, নারায়ণী, চণ্ডী, মহিষাদিনী, চামুণ্ডা, মহামায়া, অল্পপূর্ণ, জগন্নাথী, বাসন্তী, মহালঙ্কারী, মহারূপীত, ইত্যাদি। প্রত্যেক নামেরই এক বা তুলনামূলক অর্থ আছে। যেমন 'দুর্গা' শব্দের অর্থ—(ক) যিনি স্মরণমাত্রেই ইন্দ্রাদি দেবগণকে দুর্গম শক্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন (দেবীপুরাণ, ২৭ অঃ) (খ) যিনি দুর্গা নামক মহামূর্তকে বিনাশ করেন তিনি দুর্গাদেবী (মার্কণ্দেয় পুরাণ, দেবী মাহাত্ম্য)। (গ) দুর্গা নামক দেবতা, মহাবিশ্ব, সংহারবিহিন, কর্ম, দ্বীপ, নরক, বিশ্বমূর্ত, মহাভারতের প্রভৃতিতে যে দেবী হক করেন তিনহই দুর্গা (শ্ৰীনাথী পুরাণ, প্রকৃতিকুল এই ঐযু ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈষ্ণবপুরাণের প্রকৃতিকুলের ৫৭ অধ্যায়ে এবং দেবীপুরাণের ৩৭ অধ্যায়ে দেবী দুর্গার বিভিন্ন নামের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

দেবীর অর্থ—(ক) পরমজ্ঞানী। সংখ্যাদর্শন মতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইটি স্থানের মূলস্বত্ব। এই প্রকৃতি শক্তির সম্পূর্ণ। দেবী। বেদান্তশাস্ত্রের মতে নিগুণ ত্রিকোণ সহিত যথাযোগ্য বাক্য মায়া বা শক্তির মিলন হইয়া। সপ্তদশ গ্রন্থের উন্নত হয়, তথ্য সেই সপ্তদশ গ্রন্থ যদি তেই স্থান, স্বয়ং কর্ম; তিনহই পরম পরুষ বিশ্ব। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকার্যকের প্রভূত দৃষ্টি হয় না, সেইরূপ এবং
শ্রীশিখরচন্দ্র

৩৫

শ্রীশিখরচন্দ্রের প্রভেদ নাই। এই মহাশক্তিকেই দেবীদুর্গা প্রভূতি নামে পরিচিত। শ্রীশিখরচন্দ্রের প্রভুতি নামে পরিচিত। শ্রীশিখরচন্দ্রের দেবীর বিভিন্ন শক্তির পরিচয় দেওয়া আছে, যেমন দেবীদুর্গার মনোহারী তপস্নী, ভক্তিবিদ্ধ মুক্তিকে মুক্তি ও সাংসারিকতার মায়াশক্তি, তিনি বুদ্ধি ও মেধাশক্তি ইত্যাদি। এই দেবীর করণাতেই ভক্তিলাভ, মুক্তিলাভ হয়। জ্ঞানপ্রকৃতির অনন্তসূত্র শক্তিকে দেবী-শক্তি, যেমন সূর্যের প্রভাশক্তি, জলের শৈত্যশক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি, ইত্যাদি।

বর্তমানে যুগের বৈজ্ঞানিকেরা পূর্বে পরমাণুর পৃষ্ঠায় প্রচার করিয়ে, কিন্তু বর্তমানে এই পরমাণুর হইতে শক্তিবদ্ধ প্রবর্তিত হইয়ছে। জ্ঞানপ্রকৃতি অনুযা পরমাণুর সংযোগ, আর এই পরমাণু কিছুই নহে, শক্তি (energy) সমষ্টি মাত্র। এই যে জ্ঞানপ্রকৃতির অনন্তসূত্র শক্তি ইহাই পরমাণুশক্তি, দেবীর বিকাশশক্তি। ইনি চৈতন্যশক্তি, জ্ঞান বা অজ্ঞান নহে। শক্তিবিকাশের তাত্ত্বিকেই জ্ঞান, অজ্ঞান, বা চৈতন্য। জ্ঞান ও চৈতন্য (Matter and Spirit) সর্বত্র প্রভূত নাই, বিকাশের তাত্ত্বিক মাত্র।

দেবী দুর্গাই এই অনন্তশক্তির আধারভূত মহাদেবী। বিভিন্ন শক্তির বিকাশেই তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

দুর্গাদেবীর ইতিহাস—কোকসুমার প্রভূতি কোন কোন পাণ্ডুর মতে দুর্গাদেবী বৈদিক দেবী নহেন। ইনি অনালোয়াদের দেবী; অর্থ-অনর্থ সমিদ্ধির পরে আর্থ-অনান্যতার পূজিতা হইতে থাকেন। এই মত ভট্টপ্রসূত এবং বৈদিকসাহিত্যে আলোচনা করিলেই তাহা জানা যায়। ঋষিদের ১,১৩৬,৩ মর্যে আছে
"জ্যোতিষত্তীমদিতিং ধারয়ং কিতিরত্নত্তীমাঃ" অর্থাৎ "যজ্ঞমান জ্যোতিষত্তীম সমপূর্ণলক্ষ্মা স্বর্গপ্রদায়িনী বেদী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে সময় অর্থাৎ বৈদিকযুগের প্রথমে ময়নি বেদী বা কুণ্ডের সময়ে বসিয়া ধার্মনকরিতেন। সে সময় বেদিতে অগ্নি প্রস্তুত হইত না। তারপর তাহারা বেদিতে অর্থাৎ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, আর তার জন্য হইং (রূপ) প্রভূতি দণ্ডের প্রবণতা করিলেন। দক্ষ বং উজ্জয়ি করিয়াছিলেন এবং সেই উজ্জয়ি বা কুণ্ডের নাম 'দক্ষ-তন' (দক্ষ-তন্যাঞ্জ) হইল (৩, ৩, ৯)। অগ্নিদেবতার বৈদিক নাম রূপ বা মহাদেব। এই অগ্নি বৈদিক আলিপত করিয়া ধার্মনকরিবার পরবর্তীকালে উজ্জয়ি বা দক্ষ-তন্যাঞ্জকে অগ্নিদেব মহাদেবের মাত্রায় প্রচার করা হইল। হৃদতাং দেয়া যাইতেছে বৈদিকযুগে দেবী দুর্গার বর্তমান মূর্তি কর্নাম না যাইতেন ইহার বাস্ত উজ্জয়ি ও অগ্নিদেব 'রূপ' মধ্যে অপ্রতিফলিত ছিল।

এক্কলে প্রস্তুত হইতেছে এই—উজ্জয়ি ও অগ্নি হইতে কি প্রকারে পরে দেবী দুর্গার পরিকল্পনা হইল। অগ্নি দেবতাদের নিকট উজ্জয়ির হব্য বহন করিয়া। লইয়া যাইতেন বলিয়া। তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম হ্যায়বাহিরিত। এই হ্যায়বাহিরিত পরে দুর্গামূর্তিতে পরিণত হইলেন। উজ্জয়ি দক্ষ দিক দুর্গার দশহাত। অগ্নির পীত দক্ষ হইতে দুর্গার পীতৰ্ব্ব করিত হইল। উজ্জয়ি প্রস্তুত অগ্নিদেব সর্বত্র সংস্কারের ব্যবস্থা ছিল, যেমন এক দেবী উজ্জয়িনী দুর্গা মুর্তির দেহাঙ্কন ইনিই পরে সর্বস্তর হইলেন; এক দেবী উজ্জয়িনীদের
অর্থ ব্যবস্থা করিতেন, ইনিই হইলেন লক্ষ্মী। ইতাদিরূপে দশশোভুজা দুর্গার সহিত ললিতা, সরস্বতী, কান্তিক, গণেশ প্রভৃতির ব্যবস্থা পরবর্তী যুগে হইল। তত্ত্বাদিত্যের আরণ্যকেই (১০১৮) মহাদেব, দুর্গা, কান্তিক, গণেশ, মন্দি প্রভৃতির একত্র সমাবেশ দেখা যায়। ঋষিদের খিলসূক্তে (২৫) এবং তৈ. আঃ (১০১১) এই দুর্গাদেবীকে রাত্রিদেবীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে দেবী দুর্গায় অনার্থ দেবতা নহেন—বৈদিক অর্থ দেবতা। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে ইহাদের ধ্যান, মুক্তিকল্পা ও পৃথক-আরাধনার বিষয়ে প্রথা প্রচলিত হইল। বৈদিক সাহিত্যেই কয়েকটি দুর্গাগায়ত্রী আছে যথা— "কাত্যায়নায় বিয়ভে কন্যাকুমারিঃ দীনবি তনঃ দুর্গি প্রচারিণাঃ" (ভীতিভীতি এই অধ্যায়ে ইহাদের ভাষ্য)। তারপর বহু উপনিষদ ও দেবী-উপনিষদ হইতে দেবীর শক্তির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারত ও হরিবংশেও দেবীর বর্ণনা উক্ত উপনিষদের বর্ণনার অনুসার।

কালিকাপুরাণে (৪৫ অঃ) দেবী ভাগবত (৮৮ অঃ) প্রভৃতি হইতে দেবীর পৌরাণিক পরিচয় সমাগ্রী পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণে আছে—ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পরবর্তী (সংহত ব্রহ্মের) বিভিন্ন শক্তির অঞ্চলে আবির্ভূত হ'ন। এই ব্রহ্ম ও বিষ্ণু প্রথমে আর্থাভাসকে (পার্থ) ইহার বিভাগ করিলেন, কিন্তু মহাদেব তাহা না করিয়া ধ্যানে মরিলেন। তখন ভ্রমে মহামায়া দক্ষকে বলিয়া দেখিলেন দক্ষ। তুমি অগম্যতার পৃষ্ঠা কর, তিনি যেন তোমার কন্যারূপে অন্তর্গত করিয়া মহেশ্বরের পত্নী হ'ন। তদনুসারে দক্ষ প্রজাপতি তিন সহস্র
দিবাবৎসর কঠোর তপস্না করেন। তারপর মহামায়া আবির্ভূত হইয়া বলিলেন “আমি তোমার কঠোরতায় জমৃগ্রহণ করিয়া শক্রপত্নী হইব ও যখন তুমি আমাকে অনাদর করিবে তখন দেহত্যাগ করিব।” তথমুদারে দেবী দক্ষপত্র বারিপীর গর্ভে জমৃগ্রহণ করিলেন ও মহাদেবের পৃষ্ঠায় তুষ্ট করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। তারপর তাহার। বৈলাস শিখরে ও হিমালয়স্থ মহাকৌষ্ঠী নামক নদীগ্রন্থের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পরে দক্ষ এক মহাযজ্ঞ করিলেন ও সেখানে মহাদেবকে অপমানিত করায় দক্ষকন্তা সতী প্রাণত্যাগ করেন। মহাদেব সতীর শর স্তন্ত লইয়া বিলাপ করিতে কথিতে পূর্বাতিমুখে যাত্রা করেন; তখন ব্রাহ্মণার বিষ্ণু ও শিব সতীর শরদেহে প্রবেশ করিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন: যে যে স্থানে সতীর অঙ্গ পতিত হইল তাহা পরে মহাপীঠে পরিণত হইল। (এইরূপে ভারতে ৫১টি পীঠাঙ্গের প্রতিষ্ঠা হয়।)

মহাদেবের প্রকৃতিতে হইয়া আবার বোগাসীন হইলেন। এই সময় ‘হিমালয়রাজঃ’ পদ্মী মনকা পুত্রকামনায় দীর্ঘ ২৭ বৎসর যাবৎ মহামায়ার পৃষ্ঠা করেন। দেবী তাহার পৃষ্ঠায় তুষ্ট। হইয়া আবির্ভূত তা হইলে মনকা। তাহার নিকট একখণ্ড বীর পুরুষ ও এক ভুনমোহিনী কন্যা প্রার্থনা করেন। ভগবতী তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ও নিজে কন্যারূপে জনমগ্রহণ করিলেন। বসতিকালে মূগ্নিদ্রা নক্ষত্র নবমী তিথিতে অতীতে সময়ে দেবী মনকাকন্যারূপে আবির্ভূত তা হইলেন। হিমালয়রাজ তাহার নাম রাখিলেন ‘কালী’ ও বন্ধুগণ নাম রাখিলেন কৃষ্ঠী’। তারপর একদিন নারদ আসিয়া ‘হিমালয় রাজকে বলিলেঃ
ষে তাহার কন্যা। তপস্যায় মহাদেবকে প্রসন্ন করিলে তিনি স্রোতের ন্যায় গৌরাঙ্গী হইবেন ও মহাদেবকে পতিরূপে পাইবেন। মহাদেব তখন, হিমালয়ের ওষুধি প্রস্তুত মগরের নিকট একস্থানে তপস্যা করিতে ছিলেন। পার্বতী পিতাসহ সেখানে যাইয়া মহাদেবের পুজ্জ্য নিয়োজন হইলেন। এই সময় তারকাস্বর দেবতাদিগকে দুর করিয়া স্বর্গরাজ্য অভিকার করিলেন। দেবতারা রক্ষা শরণাপন্ন হইলেন। রক্ষা বলিয়া মহাদেবের ঔষধাণ্ড পুত্র ব্যতীত কেহই তারকাস্বর বধ করিতে পারিবেন না। তখন দেবতারা মদন ও রত্নকে মহাদেবের নিকট পাঠাইলেন। তাহার রোধানগোল মদনভস্ম হইল। তখন পার্বতীর বিরহজ্ঞাৰ বাণ্ডিা উত্থিত। তিনি পঞ্চবিধ তপস্যা। করিয়া দাঙা হইয়া পড়িলেন। তখন মহাদেব হুই হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং কৈলাস পর্বতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন মহাদেব উর্বশীকে দেখিয়া পার্বতীকে “লিঙ্গময় শামলে কালি” বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। পার্বতী রূপে হইয়া মহাকৌশিক প্রপাত নামক ঘটনে গিয়া একত্র বৎসর তপস্যা। করিয়া অন্ততঃ বাহিরে কেবল মহাদেবকেই দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি আকাশ গঙ্গার জলে স্নান করিয়া বিদ্যুতের মত গৌরব্রন্ধ হইলেন। পরে ইহুদিদের কাত্তিক ও গণেশ এই দুই পুত্র হয়। ইহাই সংক্ষেপে দেবীর হিমালয় প্রদেশে আবির্ভাব-কাহিনী। হরিদ্রারের নিকটগত ও মন্দির নামকস্থান দক্ষতার রাজধানী ছিল, আর এই স্থানেই দক্ষতার অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু হিমালয়রাজ্যের রাজধানী কোথা ছিল তাহার লিখিত পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্পর্কে ইহু। বর্তমান টেক্সট গাড়ায়াল স্থানের
অস্তর্গত। কথিত আছে বর্তমান ত্রিযুগীনারায়ণ নামক স্থানে শিব-পার্বতীর বিবাহ হইয়াছিল। ইহা হিমালয়স্থ কেদারনাথের পথে এবং রুদ্রপ্রয়াগ হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ দূরে। সত্যত্ত ইহাই হিমালয়জ হিমবাণের রাজধানী ছিল বলা যাইতে পারে। এখানে সেই বিবাহের সময় হইতে এখনও অগ্নি কুণ্ড প্রচুর রাখা হইয়াছে। এবং এখানে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিবের নামে তিনটি কুণ্ড আছে।

এই দেবীদূর্গ। দেবগণের সকালাকারের জ্যোতি ও বিভিন্ন অস্ত্রবর্ধনের জ্যোতি বিভিন্ন রূপে অনেকবার আবির্ভূত হইয়াছিল। দেবীভাগবত, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী প্রভৃতিতে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভাগবত, রূপন্দিকেশপ্রুতি, রূপদ-ধর্ম পুরাণ প্রভৃতি হইতে তাহার আবির্ভাবের অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায়।

দেবীর পূজা প্রচলন-রামচন্দ্রই দুর্গাপূজাকে নৈমিত্তিক পূজা-রূপে প্রথম প্রচলন করেন। রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা মহাভারতের বন্ধনী প্রথম অধ্যায় (২৮-৩০ অধ্যায়) দেখিয়ে পাই তিনি রাবণবর্ধনের জ্যোতি শরৎকালে নবরত্নাত্র অনুষ্ঠান করিয়া দুর্গাপূজা করেন। রূপন্দিকেশপ্রুতি, মহাভারত প্রভৃতিতে রামচন্দ্র কৃত্তিক দুর্গাপূজার বিভিন্ন বিবরণ আছে। রামচন্দ্র ১০৮টি নীলগীর দিয়া দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হ’ন, দেবী তাহাকে পরীক্ষ করিবার জন্য যখন একটা পত্র লুকাইয়া। রাখেন তখন রামচন্দ্র নিজ চক্ষু উৎপাটন করিয়া প্রবৃত্ত হইলে দেবী তুষ্ট হইয়া তাহাকে বরপ্রদান করেন। রাবণ কৃত্তিক বসন্তকালে যে দুর্গাপূজা হইয়াছিল, তাহাকে বাসন্তী পূজা বলে, আরু রামচন্দ্র কৃত্তিক শরৎকালে।
পৃজ্জকে শারদীয়ী পৃজ্জ বলে। অনেকে শরৎকালের পৃজ্জকে অকাল পৃজ্জ বলেন, কিন্তু বৈদিক মুহুর্তেও এই শারদীয়ী উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। অবশ্য বর্ষমানের শারদীয়ী পৃজ্জ সে সময় ছিল না। বাঙ্গলনের সাংহিতা (২৩২৬), তৈত্তিরাজ ব্রাহ্মণ (২৬১৯১২), মৈত্রায়ণী সাংহিতা (৩১১১২ ও ১৫৯৭) প্রভূতি হইতে “শারদেন ধর্মুন দেবান” প্রভূতি বাক্যে দেখা যায় যে শরৎ ঋতুই দেবাচরনের প্রশস্ত সময়। বৈদিক-মুহূর্ত শরৎকালে একটি বিশিষ্ট শারদীয়ী অনুষ্ঠান হইত, তাহার নাম ‘একাদশিকা’ পৃজ্জ। ইহা হইতেই পরে অন্তুভূত্তামুত্তির কল্পনা পরিগ্রহিত হয়। ব্রহ্মবৈর্ভুপুরাণে আছে (৬১৫৫) সমাধিত্যে ও স্বরথরাজ্ঞাত শরৎকালে ভগবতী দুর্গাদেবীর পৃজ্জ করিয়াছিলেন। চণ্ডীতে দেখা যায় তাহার বাহ বর্ষ যাবৎ দুর্গাদেবীর ধাম তপস্তায় নিমগ্ন ছিলেন। সন্তবতঃ শরৎকালেই এই পৃজ্জর উদ্যোপন করেন। বসন্তকালে দেবী পৃজ্জর প্রথম পরিচয় পাই ব্রহ্মবৈর্ভুপুরাণে। গোলকে শ্রীকৃষ্ণ রামানুজর মধ্যে মধুমুসার বসন্তকালে দেবীপৃজ্জ করিয়াছিলেন। তাহার বিভূত এই মধুমুসার মধেকৈত্বভবনের জন্য পৃজ্জ করেন। তাহার তিনি ত্রিপুরাণাসের জয়ের সহায়তা কর্তৃক পৃজ্জ হন। পরে ইহা পুন: নবরাত্রত্ত অনুষ্ঠান করিয়া দুর্গা পৃজ্জ করেন। ইহার পর হইতেই দেবী সম্পূর্ণতা হইতে থাকেন। পরে বিখ্যাত ভূত্তু, বিশিষ্ট ও কশ্যাপ ঋষিগণ এই নবরাত্রত্ত অষ্ট অনুষ্ঠান করিয়া (দেবীভাগবত ৩৪০২৫)। মূল্যমূর্তি পাণ্ডিতী তাহার পৃজ্জ ও পৃজ্জাস্ত বিসর্জন এই প্রথা প্রথমে প্রচলন করিলেন। রাজা শ্রুভ (ইনি মেঘস ঋষির অশ্বাস পত্তা করিয়াছিলেন) ও।
সমালিতীনিয়া (ইনি নদীতে পূজা করিয়াছিলেন)। পরে মুধিতিত্র, অজুন প্রভৃতিতে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। সে সময় উদাহরণ-বিদ্যা বাসিনী দেবীর পূজা করিতেন। মহাভারতের যুগে যে দুর্গাপূজা প্রচলিত ছিল তাহ মহাভারতে দুর্গামূর্তি ও পূজার বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়। এই সময়ে দুর্গার বিভিন্ন মূর্তির ধ্যান ও পূজা যেমন কুমারী, কালী, কৃষ্ণপিন্নলা, ক্যান্তার্নী প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। এই রূপে দেখা যায় ভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতে দুর্গা পূজা প্রচলিত আছে। আর শরৎকাল ও বসন্তকাল এই উভয় সময়েই এই পূজা অনুষ্ঠিত হইত। উভয় পূজাই প্রায় একরাত্র। তবে শরৎকালের পূজাকে অকাল পূজা বলা হয়, আর সেজন্য 'বোধন' এই পূজার একটি বিশেষ অর্থ। অকাল শরৎকে অর্থ কি? সৌর বর্ষের মার্গ সংক্রান্তি হইতে ৬ মাস অর্থাং মায় হইতে আবার পর্যন্ত কালকে উত্তরায়ণ বলে; আর কর্তক সংক্রান্তি হইতে ৬ মাস অর্থাং প্রায়ণ-হইতে পৌষ পর্যন্ত কালকে দক্ষিণায়ণ বলে। শাস্ত্রানুসারে দেবতার উত্তরায়ণে জ্যোতির্ভাগত ধার্ম ও দক্ষিণায়ণে নির্দিত থাকেন। বলা প্রয়োজন মানবের একবার দেবতাদের একদিন। দেবতার যখন জ্যোতির্ভাগত ধার্ম তাহাকে 'কাল' বলে ও যখন নির্দিত থাকেন তাহাকে 'অকাল' পূজা বলে এবং এইজন্যই শাস্ত্রানুসারে পূজাকে 'অকাল' পূজা বলে এবং দেবতাদের নিদ্রাভঙ্গের জন্য 'বোধন' করিতে হয়।

তথ্য—দুর্গাপূজা শক্তি-উপাসনা। দুর্গার ভিক্ষিকারই যেন ঘনোভুত মূর্তি আচ্ছাদিত। মানবের মধ্যেও এই অনন্ত ভিক্ষিকার বীঁচু
নিহিত রহিয়াছে, কারণ মানব এই অত্যন্ত হইতেই উৎপন্ন। মানবজ্ঞান এই মহাশক্তির নাম কৃত্তিসঙ্গকে জাগ্রত করা। ইহার নাম মুঠচক্রবেদ; অর্থাৎ মূলাধার—সাধারণ—মনিপুর—অনাহত—বিষ্ণুক্ষে—আজ্ঞা। এই ছয়টি চক্র মেরুদণ্ডের মধ্যে কল্পিত এবং কৃত্তিসঙ্গকে সাধনার দান। যেন মূলাধার হইতে আজ্ঞায় উপস্থিত হয়, তখন শক্তি জ্যোতিরুপে বিচ্ছিন্ন হয়। কিভাবে বোধস্তু, চক্র, যে প্রভুতির সাহায্যে এই শক্তিকে জাগ্রত করিতে হয় তাহ। তন্ত্রশাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। আবার প্রাণায়ামাদি অনুমানিক যোগবাদে এই সাধনা হইয়া থাকে এবং তৎসমুদয় যোগবাদে লিপিবদ্ধ আছে।

এই, পরম প্রকৃতির পৃথু রসনায় তেমনু, স্তুতঙ্কী, স্তুতঙ্কীর মহাকালীকে, মূর্তিমতা বিনাশ। এবং তিনি যুগে যুগে আবিষ্ঠিত তা হইন এবং কোনো সময়ে কি নামে 'আবিষ্ঠিত' হইয়াছেন ও হইবেন তাহা মার্কণ্ডের চণ্ডীর মধ্যে উল্লিখিত আছে।

পুষ্প-বিভূতি—এই শারদীয় পূজার ৪টি প্রধান কর্ম—স্পন, পূজন, হাম ও বলিদান। তিনিদিন যাত্রা এই পূজা করিতে হয়—আধিনী মাসের শুক্র সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে। এই পূজার ৭টি কর্ম সময় নির্ধারিত আছে যথা—(১) নবময়াদি কল্প—ভার্তৃ মাসের মহাবর্ষে হইতে আধিনী মাসের মহাবর্ষে পর্যন্ত যে পূজা করা হয় হাওকে নবময়াদি কল্প বলে (২) প্রতিপদা কল্প—আধিনী মাসের শুক্র। প্রতিপদ হইতে মহাবর্ষে পর্যন্ত (৩) ষষ্ঠিদিক কল্প—আধিনীর শুক্র।
ষষ্ঠী হইতে মহানবীর পর্যন্ত (৪) সপ্তমা দি কল্প—মহাসেবী হইতে। মহানবীর পর্যন্ত (৫) অক্ষরাদি কল্প—মহাসেবী ও মহানবী (৬) অক্ষরা কল্প কেবল মহাসেবীর দিন (৭) নবমীকল্প—কেবল মহানবীর দিন। এই পূজা আশা সাধিতে, রাজসী ও তামসী এই তৃতীয় নির্মিত নৈবেদ্য, সূর্য ও বস্তু ও ভগবতীর মহাব্যাপার, দেবিসুরু সূর্য প্রভূতি সাধিতে সূর্য; বলিবার নির্দেশিত রাজস্কল্প এবং তরফ বিন। কেবল মহাবল্মণ্ডালি উপহারে যে পূজা উভয় তামসিকী পূজা এবং নিন্দনীয়। কোন তিথী কি নক্ষত্রযুক্ত হইতে বিভিন্ন কল্পের বোধন প্রশ্ন সে বিষয় রহস্যমণ্ডলত তিথিতে তত্ত্বের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। নবমীতে বোধন করিয়া, জ্যোতাতন্ত্রিক নিশ্চিত তিথিতে বিশ্বাস সূর্য, মূলাতন্ত্রিক সকলিতে পত্রিকা। প্রবেশ, পূর্ব যাত্রাতন্ত্রিক অক্ষরাতে পুজা, হোম, উপবাস প্রভৃতি, উত্তরাত্র নক্ষত্রযুক্ত নবমীতে বিবিধ বলিবারা দেবীর পূজা। ও অর্থবাণ্যাতন্ত্রী দর্শনীতে প্রণাম করিয়া বিসর্জন দিতে হয়। যদি নক্ষত্রযুক্ত না পাওয়া যায় তাহা হইলে ঐ সকল তিথিতেই ঐ সব করিয়া। সপ্তমীর পূর্বে নবত্রিকা প্রবেশ প্রশ্ন। কদলী, দাড়াইলী, ধাতু, হরি মানক, কচু বিন্ধ, অশোক ও নক্ষত্রীপত্র এই নবমীর সমাবেশে নবত্রিক। নবত্রিক। স্থানের পর মূর্তির মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তারপর নানাবিধ উপচারে পূজা কার্য হইয়া থাকে। অতীর্থ ও নবমীর সন্ধ্যা সময়ে যে গানের সহিত মহাবল্মণ্ডের যে পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। এই সময়ের নাম উমামহেশ্বর। তিথি। অক্ষরে শেষে ও নবমীর প্রথমদিনে পূজা মহাপ্রশাদ ও ফলদর্শক। তারপর...
মী পূজা সমাগমনান্তে দশমী তিথিতে চরণগ্রে (যদি সম্ভব হয়) দেবীকে গাম করিয়া বিসর্জন করিতে হয়। এই দিনেই অপরাজিতা পূজা রিতে হয়। এই বিজ্ঞায় দশমী তিথি অতি শুভ ও আনন্দের দিন। দু’ রাঙারা এদিন বিজ্ঞায়াতা করিতেন। দেবীর বিসর্জনান্তে হৃদাধিকারণ করিতে হয় ও তারপর ঘটিতে জলবারা যজ্ঞমানকে ভিষেক করিতে হয়। অভিষেকবারি ও শান্তিবারি ধারণের পর গানমজপ ও তৎপরে গুরুজন ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রণাম ও প্রামালিঙ্গ সমাহারণধি করিতে হয়।

ইহাই শ্রাবণীর পূজার সংক্ষিপ্ত কৃত্তিত। এই শ্রাবণীর পূজাই শেষভাবে বাঙ্গালী হিন্দুগণের প্রধানতম বাংলা উৎসব। এই সব বাঙ্গালী অপূর্বনয় জাতীয় উৎসব। ইহাতে কলিযুগের অবস্থায় যত বলা যাইতে পারে। যদিও ভারতের অন্যতম প্রদেশেও এই ভিত্তির অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু মূর্তি নির্মাণ করিয়া এর সমারোহে ইহার কোথাও অনুষ্ঠিত হয় না। অন্যতম প্রদেশে দুর্গাজ বিভিন্ন নামে প্রচলিত। যথা সন্ধিম ভারতীয় ও গৰ্ব্বশালী ইহা বরাহবক্তাবা ‘নবার্থত্রিক’, কাশীরে ‘অভ্যাপূজা’ গুরুরে ‘হিন্দুলা’ বা ভ্রাতী পূজা ইত্যাদি। গৰ্ব্বশালী বলায় দেখা যায় বাঙ্গালী দেশে অন্ততঃ কহাঙ্গার বৎসর যাবৎ এই পূজার অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

বাঙ্গালী দেশে সাধারণতঃ কালিকাপূজা, বৃহদভবন্দক হরিপুরাণ ও বৃহত্তুরাণের পূজ্যতা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোন কোন সাধারণ পূজাপূজ্যতার কিৰী বিভিন্নতা দৃষ্টি হয়, যেমন মহেন্দ্রিক জেলায় হরিপুরাণোক্ত পূজ্যতা অনুষ্ঠিত ও রাজসাহী জেলায় বাংলা ধর্মচক্র পূজা পূজ্যতা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।
মুর্তিভরন—এক্ষণে দুর্গার মূর্তি বিষয়ে সামান্য অবতারণা করিয়া এই প্রবন্ধের উপস্থাপন করিব। স্বার্থ পণ্ডিত রমণনন্দন (ইনি প্রেরিত হইয়াছিলেন সমসাময়িক ) ‘দুর্গাওৎসবভূষা’ ও ‘দুর্গাপূজাভূষা’ নামক দুইখানি নিবন্ধগ্রস্থ রচনা করেন। এই দুইখানি গ্রন্থে পৃজ্ঞপরিক্ষিত ও মুর্তিভরন বিষয়ে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। বাঙ্গালীর দেবীমূর্তি রমণনন্দনের মুর্তিভরনের অনুসারেই প্রস্তুত হয়। রমণনন্দন অন্যান্য ভবিষ্যত পুরাণ ও কালিকাপুরাণের উপর ভিত্তি করিয়াই এই গ্রন্থমধ্য রচনা করিয়াছেন। তাহার পূর্বেও তদীয় গুরু শ্রীনাথ আচার্য চুর্ভামীর ‘দুর্গাওৎসব বিষয়ে’ নামক একখানি গ্রন্থ আছে। এই সব গ্রন্থে পরস্পরের মতের সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু মিথিলার কবি বিষ্ণুপাদ ‘দুর্গাভূষক্তি তরঙ্গী’ নামক যে একটি গ্রন্থে রচনা করেন উহার মতের সাহিত রমণনন্দনের মতের বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও বাল্ক নামে আরও কয়েকবিংশতি পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের রচিত গ্রন্থের কোন সম্ভাবনা পাওয়া যায় না। ভবদেব ভট্ট নামক বাংলা প্রাচীনতম কবিকৃতার (ইনি শ্রীনাথ কবির প্রথম আবিষ্কৃত রাজা হরিবর্মণের সমসাময়িক) তাহার প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে জিজ্ঞাসা ও বালকের উল্লেখ করিয়াছেন।

কালিকাপুরাণে দেবীর তিন রকম মুর্তির পরিচয় পাওয়া যায়—উগ্রচূর্ণ (তখন অঙ্কোরান্ত ভূজা), ভগ্নকালী (তখন বোঝে ভূজা কাত্যায়নী (তখন দশভূজা)। এই তিন মুর্তি মহিষমদীনী-মুর্তি ঐ পুরাণে দেখা যায় তিনটি স্থাতিতে তিনি এই তিনরূপে মহিষাসুরে
করিমাছিলেন। বাংলাদেশে সাধারণতঃ দশভুজা মূর্তিতেই দেবী
লতা হ'ল; কোন কোন বৈষ্ণবপ্রধান স্থানে হরগোরা মূর্তিতেও
লিত আছে। এই দশভুজা দেবীর যে রূপ কার্কিকাপুরাণে
১,২১-২২  আছে তাহা প্রদত্ত হইতেছেঃ—

dেবীর মন্তকে জটা, অথচদ্রের মুক্ত, তাহার মুখ পার্শ্বশ্লৎসদৃশ
ভিত্তি চলু; তাহার দেহের বর্ণ তপ কাঙ্কনাদ, তাহার দেহ
যৌনসম্পন্ন ও সর্বভূক্তবুভিত্তি এবং তিনি উগ্র ত্রিভঙ্গিঙ্গাবৃতে
যায়না। তাহার দেহহাতে দেহ প্রকার অমৃত। দক্ষিণাকের প্রথম হস্তে
ঘুল, দ্বিতীয় হস্তে বড়ো, তৃতীয়ে চক্র, চতুর্থে তৃতীয় বাণ ও পঞ্চমমহস্তে
তৃতীয়, বামদিকের প্রথমে খেটক ও পরে থাকিয়ে ধন্যক, পাশ,
শি, ঘটা ও পরশু। দেবীর দক্ষিণপদ সিংহের উপর ও বামপাদ
ব্যক্তির উপর ও মহিষাসুর ছিমশির মহিষের ভিতর হইতে বর্জিত
তেছে। দেবী উগ্রচর্ণ, প্রচর্ণ, চাণ্ডোপা, চন্দনায়ক, চণ্ডী,
জীর্ণী, চণ্ডুরাগ ও অন্তিক এই আকার শক্তিতে পরিণত। বর্তমানে
অমায় আমরা এই অষ্ট শক্তির পরিবর্তে দুই পাশে বামদিকে
যতী ও কার্তিক ও দক্ষিণ লক্ষ্মী ও গণপতি দেখিতে পাই।

আমরা বাংলাদেশে ও বাংলার বাহিরে বহুস্থানে নানা প্রকার
র নিমিত্ত দুর্গামূর্তি দেখিতে পাই। এই সব মূর্তির বিবরণ এই
স্থানে দেওয়া সম্ভব নহে। অনেক প্রত্নতত্ত্বশালায় এই প্রকার
কে মূর্তি সংরক্ষিত হইয়াছে। আগমনাত্রে নয় প্রকার দুর্গামূর্তির
থাকে যথা:—নীলকন্ঠ, জ্ঞেনকন্ঠ, হরসিদ্ধি, রূদ্রাশ্বদুর্গা, বনদুর্গা,
দুর্গা, জয়দুর্গা, বিষ্ণুবাসসিদ্ধুর্গা, রিপুমারীদুর্গা। এই প্রকার প্রত্যেক
মৃতিতেই বিভিন্নরূপ ও গুণের বিকাশ—যেমন নৌকোলিঙ্গ দুর্গা ঐতিহ্যে ও সৃষ্টিকর্তৃক এবং রাধার ৪টি হস্ত; ক্ষেমকরীহুর্গা বলবার্ষিকি দুর্গা; হরসিংহি দুর্গা কামাবত্ত প্রদাচিনী ইত্যাদি। এছাড়া হুর্গি দুর্গার আরও অনেক মৃতি আছে যথা, নলা, নবদুর্গা, ভর্তরাণী, মহাকালী, অশোকবিকা, মঙ্গলা, সর্বমঙ্গলা, কালরাত্রি, লিঙ্গা, গৌরী, উমা, পার্বতী, সমুদ্র, একপুরা, ভূতমাতা, যোগনিদ্রা, মায়া, কোষা, রৌদ্রি। কালী, রক্তচামুঘা, যোগসিদ্ধা, শিবদত্তী ইত্যাদি। এইসব বিভিন্ন মৃতির মধ্যে পার্থক্য আছে। বাল্য প্রত্যয়ে তৎসম্মুদয় এখানে উল্লিখিত হইল না।
শ্রীশ্রীকালী

সংগ্রহ — কালঃ (কৃষ্ণবর্ণ) অষ্টি অষ্টাং — কাল + জীষ (পা ৪১০২)
অথাৎ ইহার রাজ কাল বলিয়া ইহার নাম কালী। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু
ইহার রাজ কাল নহে, তিনি মহামেঘের মায়া শ্রীমবর্ণা; ইহা তাহার
ধ্যানমন্ত্র হইতেই পাওয়া যায়। ইহা পরে আলোচিত হইতেছে।

উৎপত্তি — আত্মশক্তি ভগবতীর দুইটি প্রধান মূর্তি — এক চূর্ণি,
অন্য কালী। করিত আচ্ছা সত্য দক্ষতে বাইবার জন্য যখন শিবের
অনুমতি পাইলেন না তখন তিনি দশটি ভোজ্যক্ষী মূর্তিতে শিবকে ভয়
দেখাইবার প্রয়াস করিয়া তাহার নিকট হইতে পাইলেন। নিমন্ত্রণে যত্নে
ফাইবার অনুমতি পান। এই দশ মূর্তির নাম দশমহাবিষ্ণু যথা —
কালী, তারা, যোড়শী, ভূরেণশ্বরী ভীর্বরী, চিরমক্ষ, ধূমাবতী, তপণ,
মাতঙ্গী ও কমল।

নার্কস্থের পুরাণাংশ্চত চণ্ডীতে দেখা যায় মহিষাসুরবধের পর
দেবীর শরীর হইতে শিব-অশ্বিক নির্গত হইলেন। এই অশ্বিক
ভগবতীর শরীর কোথা হইতে নির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার
নাম হইল ‘কোনিকী’ এবং তিনি হিমাচলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।
তারপর শুঙ্গ নিশ্চেষের সন্তানীয় চণ্ডী ও মূর্তি যখন বহু সৈয়দ পরিব্রুত
হইয়া দেবীকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন তখন ক্রোধে তাহার মুখ-
মণ্ডল মসীবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) হয় এবং তাহার ললাট হইতে এক দেবী
নির্গত হইয়া অহুববধীকে নিহত করিতে থাকেন।

৪
কালী করালবদ্ধা বিনিষ্কান্তাতিপাশিনী।
বিচিত্র খটাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥ ইত্যাদি।

এই দেবীই কালী।
দেবী ভাগবতের ৫ম সংখ্যা ২৩ অধ্যায়ে দেখা যায় কৌশিকী উৎপত্তির পর দেবী পার্বতীর শরীর কৃষ্ণকর্ণ হইল এবং তিনি কালরাত্রি নামে খ্যাত হইলেন। ইত্যাদিদেবী কৌশিকীর পাশে উপস্থিত থাকিয়া ধুমলোচন বধ করিয়াছিলেন ও পরে চণ্ডু-মুণ্ডকে বধ করেন। এবং এই জন্য ইহার নাম হইল চামুণ্ডা। চণ্ডীতেও ‘চামুণ্ডা’ শব্দের এই প্রকার উৎপত্তির কথাই আছে; যখন তিনি চণ্ডু ও মুণ্ডক মন্দিক তৃতীয় আনিয়া কৌশিকী দেবীকে দেন তখন কৌশিকী তাহার নাম ‘চামুণ্ডা’ রাখেন।

কালিকাপুরাণ (৪০ অধ্যায়) হইতে দেখা যায় দেবীর হৃদয়ের পর জন্য তিনি হিমালয়রাজ হিমবানের কন্যারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁহাকে কৃষ্ণনৃষ্ণ ছিলেন, পরে উর্বরী প্রভৃতি অম্পুরাণ তাহাকে গৌরাঙ্গী করেন। আবার এই পুরাণেই আছে যে শুদ্ধ-নিষুদ্ধ বধে জন্য ইহার দেবতার। হিমালয় পর্বতের গঙ্গাতীর্থে আসিয়া দেবী মহামায়ার স্তব করিতে থাকেন। তখন মহামায়া মাতঙ্গঘ্রীরূপে আবিভূতা হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন কি নিমিত্ত তাহার মাতঙ্গ আশ্রমে উপস্থিত আছেন। তৎক্ষণাৎ দেবীরই অঙ্গ হইতে অন্য এক দেবীমূর্তি আবিভূতা হইয়া উত্তর দেন শুদ্ধিকর্ম বধে জন্য দেবতার স্তব করিয়াছেন। এই নাম দেবীমূর্তি প্রথমে কৃষ্ণ পরে গৌরাঙ্গী হন। এইজন্য ইহার নাম কালিকা। বিভিন্ন পুরাণ
শ্রীশ্রীকালী

কালীমূর্তির উৎপত্তি বিষয়ে এইসব কাহিনী আছে এবং ইহাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। তবে দৈত্য-বিনাশের জন্য আত্মাধ্যক্ষ মহামায়ার অন্যতমা ভক্তরী মূর্তির রূপে ইনি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, ইহা প্রস্তু জানা যায়।

মূর্তি পরিচয়—এই বে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন কালীমূর্তির রূপে দেবীর আবির্ভাব ও এইসব মূর্তির বর্ণনা বা ধ্যানমন্ত্র আছে, সেগুলি হইতেই দেখা যায় বর্তমানে পৃথিবী দেবী কালীমূর্তির সহিত ইহাদের সামান্য বিভিন্নতা আছে। দেবতাদের ভয়-নিবারণের জন্য দেবী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সেইসব এইসব মূর্তিতে সামান্য পার্থক্য আছে, কিন্তু মূলভাষায় সকলেই আদ্যাশক্তির মহাশক্তির বিভিন্ন জন্য এবং বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য বিভিন্ন জন্য দেবী বিভিন্ন নামে বিধায়ত। যেহেতু দেবতাদের উপর ভয় হইতে রক্ষা করেন বলিয়া ইহার নাম ‘উগ্রতারা’। ইনি যখন আবির্ভূত হন, তখন মন্ত্রকে একটি জটা ছিল বলিয়া ইহার নাম ‘একজটা’। ভগবান দক্ষিণাকালী, রক্ষা কালী, শাশ্বনাকালী, ভগ্নাকালী, প্রভৃতি বিভিন্ন নামানুষায়ী ইহার মূর্তিরও কিছু ভিন্নতা আছে। ভগ্নাশক্তির মতে এইসব বিভিন্ন নাম ও মূর্তির ভাবনায়ের কারণ এই যে উপাসক তাহার নিজের গুণ বা সামর্থ্যমূর্তী বাহাতে উপাসনা-কার্য সহজে করিতে পারেন তজ্জ্ব দেবীরও গুণ বা ক্রিয়ামূৰ্ত্তি বিভিন্ন রূপ কর্মন করেন। মহানির্বাণনে ১৩ উপাসনেও এই মত ব্যক্ত করা হইয়াছে যথা—

"উপাসকানাং কার্যায় পূর্বে কথিতা প্রিয়ে।"
গুণক্রিয়াসংযুক্তে রূপন দেব্যাং প্রকৃতিতেম।

বর্তমানের কোন কোন পাশ্চাত্য বা তৃতীয়পক্ষ পণ্ডিতদের মতে কালীমূর্তি প্রাচীন ভারতের আর্য্যর্ম্যবাল্যাঙ্গণের সাধনার মূর্তি নহে; উহা অন্যান্য মূর্তির নিকট হইতে গৃহীত। ইহার যে ভাবাত্রক তাহা বলা বাহুল্য। কারণ প্রাচীন পুরাণাদিতেই, যেমন মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী ভাগবত ইত্যাদি যে কালীমূর্তি ও তাহার ধ্যানের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

উপরে বলা হইয়াছে এই যে কালীর উৎপত্তি ও মৃত্তি পরিষ্কার প্রাদেশ হইয়াছে তাহাদের সহিত বর্তমানে পৃথিয়া মূর্তির ঐক্য নাই। ঐসব মূর্তি শিরোপারি অবস্থিত নহে। বর্তমানে পৃথিয়া মূর্তির নাম শ্রীমান। কালিকাপুরাণে আছে দক্ষিণে সতী দেহময় করিবার পর হিমালয়-রাঙ্গের কণারূপে তদায় পদ্মা মনেকার গোল্ড হইতে বসন্তকালে মূর্তির মুক্তিতে অধ্বর্ত্রিণ সময়ে পুনরায় জ্ঞান গ্রহণ করেন। কন্যাকে নীলেং পল্লদ্বৃষ্টি দেখিয়া মনেকা নম্ন রাঘবেন শ্রীমান, হিমালয়রাঙ্গ নাম রাঘবেন কালী এবং বন্দুবাচ্চবোরা বলা রাখিলেন পার্ব্বতী। স্থবিক শ্রীমান কৃষ্ণর্কণ নহে, কালিন্তিন আকাশের দৃষ্টান্ত বর্ণের তার নীলাচ্ছন্ন একে শ্রীমান মূর্তি এইপ্রকার বর্ণযুক্ত হওয়াই প্রয়োজন।

পুণ্যপত্তি-চতুর্দশীমূর্তি অমাবস্যাতিথিকে উমামহেশ্বর তিরিত বলে। কালিন্তিন যাসে এই প্রকার অমাবস্যা তিথিতে অধ্বর্ত্রিণ সময়ে দেবী পৃথ্বি প্রশস্ত। বিশ্বনাথত্রে আছে ঐ তিথিতে অধ্বর্ত্র সময়ে
দেবী মহাকালী কোটা যোগিনী পরিবর্তা হইয়া। পৃথিবীতেলে অবিভূত হইয়াছেন বলিয়া। ঐ সময়ে পৃজ্জা করিলে সাধক সিদ্ধালভ করে। সূর্যস্তের এক প্রহরের পর ২য়টিকা কালকে ‘মহানিশার’ বলে, তার পরবর্তী কালকে ‘মহাতিনিশার’ বলে। মহানিশায় পশুভাবে পৃজ্জা এবং বীর ও দিব্যভাবের পৃজ্জা মহাতিনিশায় করিতে হয়। এই ভিন্ন শনি বা মঙ্গল বার যুক্ত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।


কালিকের এই অমাবস্যা তথ্যে শ্যামা বা দক্ষিণাকালীর পৃজ্জা নিত্যপৃজ্জা। যাহার না করিলে প্রত্যায় অর্থাং পাপ হয় তাহার নাম নিত্যপৃজ্জা বা কৰ্ম। অবধি ও প্রভাব স্বাধীন নিত্যানি— বেদান্তসার) অন্য সময়ে পৃজ্জার নাম কামস্বাধীন। যে সময়ে ও উভয়দেশে দেবীর এইসব কামস্বাধীন বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে।

(১) রক্ষকালী পৃজ্জা—মারিডর, হুর্কিক্ষে প্রচুরতি হইতে
রকার জ্ঞান পূজা। ইহা শনি বা মঙ্গলবার, এবং কৃষ্ণপক্ষীয়
অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী ও অমাবস্যা তিথিতে এং মিশামুখে (অধ্যাত্মে
নহে) প্রণয়।

(২) ফলহারিণী কালিকা পূজা—ঈশ্বরসাধৃতের অমাবস্যায়
করিতে হয়।

(৩) রটস্তী কালিপূজা—সোরচালন মাসের চতুর্দশীকে রটস্তী
চতুর্দশী বলে। স্ত্রীর এই পূজা মাষে এবং কোন কোন সময়ে পৌষ-
মাসেও হয়। ইত্যাদি।

কালিকাপুরাণ, বৃহৎপুরাণ, বিখ্যাত অন্যরাজ, গুণসাধন অন্যরাজ, বিন্দু-স্তী
পতিতস্তী, মায়াবতিস্তী, কালীতস্তী, তৈরবতস্তী, উত্তরকালীনায়তস্তী, আনার্নব
কালীকুলশব্দস্তী, অশ্বার প্রভূতি গ্রন্থে এই ইষ্ট বিষয়ের বিন্দুত
বিবরণ দেখতে।

শামাপূজা বাতীত শামায়ুথ ও কবচদারণ, এবং স্তব ও কবচ
পাঠ করিলেও বিপরূপ দৃশ্য হয়। শিনিগ্রহের অধিতাত্ত্বিক দেবী
শামায়ুথ। স্তবরাং শিনিগ্রহ-রীতে প্রায় দৃশ্য করিতে হয় শামাপূজাব
৪ কবচার্ডি ধারণে শনি সংক্ষেত্র হ'হন ও গ্রহদোষ দূর হয়।

বিবিধ ভাষায়—দাঙ্গিণাকার তিনুপালিত্বের নামক শামন ভং-
কালের এক স্তর ব্রাঞ্চকাল (brone) নিমিত্ত মৃতি আছে তথায়
িৰি ৪ হস্ত বিশিষ্ট। অন্যত্র ইহার ১৮ হস্ত এবং, প্রত্যেক হস্তে
অক মালা, ত্রিপূর্ণ প্রত্যাহার আছে।

মাদমুর এবং মাদমুর গ্রহসাধারা স্তর গ্রহসাধারার দুইটি উপবিষ্টকাস্তার
(brone) ধান্ত নিমিত্ত মৃতি আছে। এই সব কোন মৃতিতেই
কিন্তু শিবমৃত্তি নাই।
Hindu Iconography নামক গ্রন্থে কালীর এই কয়টি বিভিন্ন মূর্তির কথা আছে, যথা: ভদ্রকালী, মহাকালী, অশ্বা, অশ্বিকা, মঙ্গল, সর্বমঙ্গল, কাপরাত্রি, তোলা, ত্রিপুরা, ভুতবান্ত, বোগীঙ্গালা, বামা, জ্যোতি (সন্নাঘনে প্রমূখ চতুর্মুর্তির মধ্যে প্রথম বলিয়া), রৌদ্রী, কালবিকার্ণিকা, বালপ্রবেশনা, সর্বভূতদমনা, বারুণি চামুণ্ডা, রক্তচামুণ্ডা, শিবদূতী, বোগীরি, ভৈরবী, ত্রিপুরাভৈরবী, শিবা, প্রভৃতি।

ইলোরাগুহা, দক্ষিণাত্যের বেলুড় নামক স্থানে এবং কুস্তকোণে প্রস্তর নির্মিত অতিমনোরম সপ্তমাতৃক মূর্তি আছে। এই সপ্তমাতৃকর নাম যথা—ভৌবন্ধা, পঙ্গালি, মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈকুণ্ঠবী বারাহী, ইন্দ্রাণী এবং চামুণ্ডা। এই সব মূর্তির সহিত গণেশেরও একটি করিয়া মূর্তি আছে।

এই প্রাচীন মূর্তিগুলিই পূর্বোক্তবিধ বর্তমান যেসব পঞ্চমের মত, কালীমূর্তি অনায়ারের নিকট হইতে আর্বরা গ্রহণ করিয়াছে তাহা জ্ঞান করে। যেদের মধ্যেই দেবীলুক্ত ও দেবীর উল্লেখ প্রভূতি আছে। দক্ষিণাত্যে, জ্যোতি দেবীর মূর্তিগুলো প্রচলিত আছে এবং বোধায় পৃথিবীর একটি অধ্যায় এই দেবী পৃথিবীর পৃথিবীর। এই জ্যোতি দেবীর প্রস্তর মূর্তি মাঠ্রাজ প্রস্তরালা, ময়লাপুর, মাঠ্রাজ, কুস্তকোণ প্রভূতি স্থানে আছে। বিকৃতবর্তের এদের জ্যোতি দেবীর ২ প্রকার মূর্তি—রক্তজ্যোতি ও নীলজ্যোতির বিষয় আছে।

প্রাচীন ভারত নিধানুক্ত ইনি মূগার, তোঙ্গাই, কলবী, মূদবী, কোট্টাই, একবেলী প্রভূতি নামে কথিত।
দার্শনিক তর—দেবাষায় প্রকৃতি কালী বা ঢুরুী। ব্রহ্মকে অনন্ত শক্তির উদ্ভিদ প্রতাক। কেবল বৈদিকাদবিষ্ণু (সক্তরসার্থ প্রমুখ) নিঃসৃত ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব শাক্তির করেন, তাহার শক্তি মায়ার অন্তর্গত বা উহা চরম সত্য নহে, ইহা বলেন। তাহাদের মতে ব্রহ্মের সহিত এই শক্তি যুক্ত হইলে তিনি সগৌ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এই পদ- বাচা হন। কিন্তু অন্যান্য বৈদিক দার্শনিকেরা ব্রহ্ম ও তাহার শক্তিকে অভিন্ন বলেন, যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাষ্টিকী অভিন্ন। এই শক্তিবাদ শাক্তে করিলে জড় ও চৈতন্যের যে প্রভূত এবং যাহার জন্য বৈদিক প্রভূতি দার্শনিক মতবাদের প্রতিহার হইয়াছে তাহাদের স্থান থাকে না। জগতের যাহা কিছু কৃষ্ণ পদার্থ সমস্তই শক্তিকে বিকাশ। বর্তমান বৈজ্ঞানিকেরাও পরামুখবাদ আর প্রচার করেন না। পরমাগু যে জড় নহে পরমস্ত অনন্ত শক্তিরই বিকাশ তাহা বৈজ্ঞানিক পন্থার্থেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই শক্তি মানবের মধ্যে অন্তরিত হইত। তজ্জ্বলতে ও যোগশাস্ত্রে মানবের মধ্যে অন্তরিত এই অনন্ত শক্তিকে কৃত্বনুষ্ঠিত বলে। ইহার অধারে সাধারণতঃ মূলাধারে অন্তর্গত মূলদণ্ডের নিম্নতম স্তরে, তথ্য এই শক্তি আচ্ছন্ন- বর্ত আছে। সাধনার দ্বারা এই শক্তি মূলাধার হইতে রাহিত— তথা হইতে মাণিপুর—তথা হইতে অনাহ (যেখানে ইহা শক্ততে পরিণত হয়) তথা হইতে বিশ্বক্ষণ—তথা হইতে আজ্ঞা (যেখানে ইহা ভ্রাত্তে পরিণত হয়) এবং তথা হইতে সহস্রার্থে শ্রম করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বা সমাধি হয়। মন্ত্রাদি দ্বারা এইভাবে শক্তি- সাধনা করিলে মানব অনন্ত শক্তিকে উদ্ভব করিতে পারে। দেবীর্ঘ
বিভিন্ন মূর্তি কল্পনা করিয়া পৃথিবী সাধনাও এই শক্তি সাধনা।
তিনি বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন শক্তির প্রতীকরূপে বিভিন্ন সময়ে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহারা এই সব আবির্ভাবকাহিনী মার্কণ্ডেয় পুরাণানুসারে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। তথায় তিনি বিভিন্ন নামে নিজকে পরিচিত করিয়াছেন। তাহার তামসগুণ- শ্রীকা ভয়ঙ্করী মূর্তির নাম মহাকালী।

প্রধানতঃ এই মূর্তিকে অবলম্বন করিয়াই আবার তাহার অগ্নিত্য মূর্তির উদ্দেশ্য হইয়াছে যেমন দশমহাবিষ্ণু। পরবর্তীকালে ভাস্কেরের। বিভিন্ন মন্দির এই সব নামানুসারে বিভিন্ন মূর্তি নির্মাণ করিয়া। তাহাদের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এইসব মূর্তির পশ্চাতে এক মহাকর্ষ রহিয়াছে। শক্তি বর্ণহীন, সে জন্য তিনি বর্ণহীন আকাশের মায়া নীলাভ। তাহার পদটুলে অনন্ত-কালরূপী শিব। তাহার আসি সর্ববাণ্ডশক্তিয়া শক্তিরই পরিচয় দেয়। তাহারা ত্রিত্যেন দৃষ্ট, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। এই তিন কালেরই অম্বু তথা সর্বভূতের সূচনা করে।

এই মহাশক্তির আরাধনা দ্বারা মানব মহাশক্তিমান হইতে পারে; ভাষাক্ষর ভাবে আরাধনা দ্বারা অস্ত্রের মায় শক্তিমান, আবার সামরিক ভাবে আরাধনা বা জাগ্রত শক্তিকে চালিত করিলে দেবপদবাচ্চা বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী

সংজ্ঞা—জগদ্ধাত্রী শঙ্কের বৃহৎসত্ত্ব অর্থ যিনি জগতকে ধারণ করেন বা পালন করেন ( জগতাং ধাত্রী ওষুধিতপুরুষ সমাস )। ইহা দেবী দুর্গার নামান্তর।

ইতিহাস—সামবীদীয় তলবকারোপনিষদ বা কেনোপনিষদে আছে এক সময় করেকজন দেবতা নিজেদিগকে ঈশ্বরতুল্য ক্ষমতাপম্ব বিবেচনা করিয়া গতি হইলে আছাসাক্তি জগন্মাতা তাহাদিগকে উপযুক্ত শিখা দিবার নিমিত্ত কোটি সূর্য্যসমপূৰ্ব্বাযুক্ত জ্যোতির্ময়ী মূৰ্ত্তিতে তাহাদের সম্মুখে অবিবৃত্ত হন। দেবতারা প্রথমে অগ্নিকে বলন ‘অগ্নি, তুমি এই যক্ষ ( পূজনীয় অহংপি পদার্থ ) কে জিজ্ঞাসা কর। অগ্নি আসিলে দেবী জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে? ’ অগ্নি বলিলেন ‘আমি অগ্নি, ক্ষতরোক। নাম প্রতিপন্থ, এই পৃথিবীতে যত কিছু পদার্থ আছে আমি সমস্তই ভূতাৰ্ব্বত করিতে পারি।’

দেবী তাহাকে একটী তৃণ দগ্ধ করিতে দিলেন; অগ্নি তাহা পারিলেন না। এইরূপে বায়ু আসিলে বায়ুও তৃণটী সঠিক পারিলেন না। তখন ইন্দ্র আসিলে সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ইন্দ্রের সমুখে স্বীকার হইয়া আন্তর্ভূত হইয়া পরে বহ শোভনা। উন্ম ঈশ্বরতী ( ঈশ্বরতুল্য সম্পন্ন ) রূপে অবিবৃত্ত হইয়া বলিলেন ‘তোমরা যে অস্তর-বিক্রম করিযাঁ, তাহা নিজ শক্তিতে নহে, সবর্বশক্তিয়ন পরমেশ্বরই তাহার শক্তিতে তোমাদের উপলক্ষ্য করিয়া। এই কার্য্য করিযাঁছেন, তাহাই প্রেরণায় জীব কার্য্য করিযাঁছে।’
শঙ্করাচার্য তাহার ভাষ্যে—“উমা হৈমবতী” শব্দের “উমাং বহু শোভমানাং”-বিভাগম—অথবা উমার হিঘতর। হৈমবতী নিত্যমে সর্বজ্ঞেন ঈশুরেণ সহ বর্তম ইতি” এই অর্থ করিয়াছেন। মূত্রাঙ্গ এই দেবী মূর্তি আগ্নেয়কি মহাদেবশক্তি হিমাচলসূত্তরা পার্বতী। কাতায়নিত্তেও দেবী জগন্ধাত্রীর এবংপ্রকার উৎপত্তি বর্ণিত আছে। দুর্গা বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, একবার দক্ষরাজ নাসকতীর্পে, তারপর দেহ্যতাগ করিয়া হিমলয়রাজ হিমবান্‌ ও তপস্তী মনকার কন্যা পার্বতী ও উমা নামে। পার্বতীর সাহিত মহাদেবের বিবাহের পর তাহারা কৈলাসপার্ব্বে বিহার করিতেন। মূত্রাঙ্গ দেবীর মর্ত্যাধাম কৈলাস।

মূর্তিতত্ত্ব—কাতায়নী তন্ত্রের ৭ম পাঠে দেবীর যে ধ্যান আছে তাহা হইতে জগন্ধাত্রীর মূর্তি-পরিচয় পাওয়া যায়—

“সিংহস্কর্দিরাঙ্গ নানালঙ্কারভূষিতাম।
চতুর্ভূজ জাম মহাদেবী নাগযজুপবীতিনাম॥
শষ্জচতুর্ভূজ্যুগে লেচনন্দবীতিশ্চ।
নারদদৈত্যমৃগিঙ্গে সেবিতাং ভবনদরীম॥
ত্রিভূবলয়েপি নাভিনালমূলগলিনিম॥
রত্নবদ্ধে মহাবীরে সিংহসনসমধিতে।
প্রফুল্কসৌদাঙ্গঃ ধ্যায়েন্তঃ ভবগীরিনীম॥

অর্থাৎ তিনি সিংহের উপর আদি, বিভিন্ন অলঙ্কার শোভিত, চতুর্ভূজ এবং সর্প তাহার যজ্ঞপব্যতর্পে লষ্ম্য। তাহার ৪ হাতে শঙ্খ ( বামদিকের উপর হস্তে ), চক ( দক্ষিণ দিকের উপর
রত্ন, ধনু (বামদিকের নিম্নহস্ত), ও বাণ (দক্ষিণ দিকের নিম্নহস্ত),—চিত্রে, পরিধানে রক্তক্ষয় এবং দেহের রং প্রভাতকালীন সূর্যের ন্যায় রক্তক্ষয় এবং তিনি নারদ প্রভুতি মুনিগণের দ্বারা স্তুতি হইতেছেন।

এদেশের অনেকে জগদ্ভারী দেবীর বর্ষ পীত করেন, তাহা তুল।

দেবী দুর্গার শরীরবর্ণ পীত।

পুজো পক্ষে ও প্রচলন—মূর্তিনির্মাণ করিয়া দেবী জগদ্ভারী পূজা প্রচলন কোন সময় হইতে হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। শুনা যায়, নদীরাজ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একসময় পদ্মতিতের জিজ্ঞাসা করেন—সংক্ষেপে কোন পুজা করিলে দুর্গাপুজোর ফল পাওয়া যায় এবং পঞ্চতেরা তাহাকে কালিকামারের গুরু নবমীতিথিতে জগদ্ভারী পূজা করিতে পরামর্শ দেন। তদবধি মূর্তিনির্মাণের এই পূজা বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশের মধ্যে আবার চন্দন-ঘর (কলিকাতা হইতে ২৪ মাইল দূরবর্তী ) বিশেষ আড়াড়ের সহ-কারে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ঠিক যে পক্ষে শশী দিয়া পূজা তিনদিন যাবৎ অনুষ্ঠিত হয়, সেই পক্ষে ও মন্ত্রং। একদিনেই জগদ্ভারী পূজা হয়, তিনদিনের পূজা একদিনেই করিতে হয়। প্রাতের পূজার নাম সাভ্রী, মধ্যাহ্নের নাম রাজ্যাবী ও সায়াহের নাম তামসিক। এই তিনটি পূজা পরের পর করিতে হয়। এবং পরদিন দুর্গাপুজোর স্তুতি বিস্তরণ দিতে হয়।

কাৰ্ত্তিকী তুল্য, শক্তিসঙ্গম তুল্য, উত্তরকামাথা! তুল্য, কুঞ্জিকা।
তথ্য, ভবিষ্যপুরাণ, চুর্গাকল্প প্রভৃতি গ্রহণে এই পৃষ্ঠাপন্ধন বর্ণিত আছে; শ্লোত্রাং এই বিষয়ের আলোচনা নিশ্চয়োঙ্গন।

যেদিন প্রাতঃকালে নবমীতিথি সেই দিনই পূজা বিধেয় এবং নবমী পদি ত্রিসংক্ষাবাপীনী না হয় তাহাতেও কুটি নাই; শ্লোত্রাং একেকে দশমীতেও বলিকান হইতে পারে।

জগদ্ধাত্রী-ষষ্ঠীর সামায়িক ভিন্নতা আছে—প্রথমে তিনটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবার মধ্যে ত্রিকোণে লম্ব অন্তর পদ্ধ আকিতে হয় এবং তারপর যথানিয়শে ব্যয়, ভুপুর প্রভৃতি লিখিতে হয়।

দেবগণ্ধাত্রী দার্শনিক তথ্যণী শ্রী মুহুর্তিপর পবিত্র হয়।
শ্রীশ্রীঅম্বপূর্ণাঃ

সংস্কা—অম্ব পূর্ণ যন্ত্র ( বচ্চরীহি ) অর্থাৎ যাঁহার রূপায় জগৎ অন্ধারা পূর্ণ হয় তিনিই দেবী অম্বপূর্ণাঃ। অম্বপূর্ণাদেবী দুর্গারই একপ্রকার বিশেষ মূর্তি এবং নামান্তর। মূর্তারা দুর্গামূর্তির সহিত ইহার সামান্য পার্থক্য আছে। অবশেষ ইহাও বলা প্রয়োজন দেবী দুর্গারও বহুপ্রকার মূর্তি ও তদনুরূপী নাম আছে।

মূর্তি—অম্বপূর্ণাদেবীর কি প্রকার মূর্তি তাহ। নিরোধক দ্যান মন্ত্র হইতেই জান যায়—

রক্তাম—বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াম্—
অম্বপ্রদাননিরতাং সন্নভারনগ্রাম।
নৃত্যপ্রকাশন সকলাভ্রনে বিলোক্য
হৃষ্টাং ভঙ্গ ভগবতীঃ ভবধূমহেশ্বরী॥

অর্থাৎ ইহি রক্তবর্ণা, বিচিত্রবসনভূষিতা, ললাটে অর্ধচন্দ্রা, অন্নদানে নিরতা, সন্নভারে তাঁহার দেহ নম্র, নৃত্যপ্রার্থনা, শিবকে (যাঁহার চন্দ্র অগ্নি ) দেখিয়া হৃষ্টা—সর্বভূতধর্মী এই দেবী ভগবতীকে ভক্তি করি।

শাব্দিক হইতে এই দেবীর এইপ্রকার মূর্তি পরিচয় পাওয়া যায়—
ইহার তিন চক্ষু, মুখগুলি পূর্ণচন্দ্র সদৃশ, তিনি রত্নখচিত, নানালক্ষ্য ভূষিতা। সাধারণতঃ তাঁহার দুই হস্ত—বামহস্তে রত্নখচিত একটি
পাত্র এবং ত্রয়োদশ মন্ত্র, ও দক্ষিণ হস্তে একটি চামচ ও তাহাতে অম্ব।
কোন কোন ঘ্রান্ত, তাহার ৪ হস্তের বর্ণিত আছে—এবং সেগুলি পাশ ও অঙ্কুশ যুক্ত; এবং অভয় ও বরদমুদ্রাযুক্ত। তাহার মন্তকে অধ্বচ্ছ। ধান মন্ত্রামুহারী অনুপূর্ণ মুতির (ইনি উপবিন্ধ।) দক্ষিণ পার্শ্বে শিব অম্ব গ্রহণ র্তা হস্তান্তর করিয়া দণ্ডয়মাণ ও বাম পার্শ্বে জয় বা বিজয়া চামর ব্যজন করিতেছেন। ত্রিবাঞ্চুরে হস্তি দন্তের একটি অতিমনোরম বিরুদ্ধ ও দণ্ডয়মাণ। অন্নপূর্ণা-মুতি আছে।

পৌরাণিক কাহিনী—শিব মহাযোগী, নতৃত্র জগাতিক কার্যে সম্পূর্ণ উদাসীন। শিবের পূর্বে কৌলস পর্বতের উপর। তাহাকে অন্বেষণে অধিকাংশ সময় উপবাস করিয়া ধারিত হয় এবং সেজন্য পার্বতীর সহিত তাহার কলহ হয়। দেবী পার্বতী তাহার শক্তি দ্বারা শিবকে স্তুষ্ট করিবার জন্য একদিন কাশীধামে সমায়া বিস্তার দ্বারা সকলকে অমন্দান করিতে লাগিলেন। শিব কোথাও লিঙ্গ না পাইয়া শেষে কাশীধামে উপনৈত হইয়া দেবীর এই মাহাত্ম্য দেখিয়া স্তুষ্ট হইলেন এবং দেবীর হস্তচিত্রে তাহাকে অমন্দান করিলেন।

হিয় পৌরাণিক কাহিনী যে সাধারণ গৃহস্থের দৈনন্দিন ব্যাপার লইয়া লিখিত তাহা বলা যাইতে পারে। এক সময়ে দেবী কাশীধামে প্রকৃতি হইয়া ভক্তদের এই প্রকারে কৃপা করিয়াছিলেন এবং মহাদেবেরও তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা বলা যাইতে পারে।

চৈতন্যের শূলা অতিমৃত্তিকা তিথিতে দেবীর এই প্রকার আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তদবধি ঐ দিবস ভারতের বহুস্থানে মূর্তি ধার। দেবী পূজিতা হন।
দেবদেবীত্ব

অঞ্চলন তথ্য—প্রাচীনকালে রোমকরাও 'অল্পপেরোনা' (সম্ভবতঃ ইহা সংস্কৃত 'অল্পপূর্ণ' শব্দের লাতিন ভাষার অপভ্রংশ) নামে এক দেবীকে চৈতন্যমাত্র পূজা করিত। সম্ভবতঃ রোমকরার ভারত হইতেই এই দেবীর কলনা ও পূজা প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল। স্ত্রৈঃ অল্পপূর্ণদেবীর পূজা বহ প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল ইহা বলা যাইতে পারে। নবম শত চন্দ্রনের পর বহুশতকালে শ্যামাবিভাগী দেবীরপে এই দেবীর পূজা স্বাভাবিক। ব্যাবিলনের অন্য নামে একদেবীর পূজা হইত। আবার প্রীত্তিকের ধর্মশাস্ত্র হইতে জানা যায় বীস্ত্রীটের মাতা মেরীয় মাতার নাম অন দেবী (St. Anna)। ইনি বেথলেহেমের পুরোহিত মথনের কন্যা। রোমীয় কার্যকরিক সম্প্রদায় এই দেবীর প্রশ্নার প্রতি বৎসর ২৬ শে জুলাই উৎসব করিয়া থাকেন। কাহারও আবার ৯ ই ডিসেম্বর এই উৎসব করেন।

দেবী অল্পপূর্ণকে শন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা যাইতে পারে। প্রতি বৎসর শন্ত-উৎসবের সঙ্গে শন্তদেবীর উপাসনা ও তুল্যপক্ষে উৎসব বহুপ্রাচীন জাতির মধ্যেই ছিল। মিশর, নোসস (Gnosis—is ক্রীট দীপের এক সম্প্রদায় রাজ্য) প্রভূতি প্রলোঘাত শান্দেবার পূজা হইত। তারপর যখন রোমক বর্তমান মিশররাজ্য অধিরূপ হয়, তখন রোমকরামিশরীয় দেবতাদের পূজা ও নিজদের মধ্যে প্রভূতি করেন ব্যাবিলনীয়দের শন্তদেবার নাম ইক্সার এবং প্রৌক্র ইহাদের নিকট হইতে। এই পূজা ও উৎসব গ্রহণ করেন। আরও দেখা যায় অধিকাংশ
শ্রীশ্রীঅনন্তপূর্ণা

কেত্তেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে বসন্তকালে। অনন্তপূর্ণা দেবীর পূজাও বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হয়।

তবে বর্তমানকালে প্রচলিত মূর্তিদের আনন্তপূর্ণাদেবীর পূজা যে সেই প্রাচীন কাল হইতে অপ্যায়ভাবে চলিয়া আসিতে ছিল তাহা বলা যায় না। কাশীতে প্রতিষ্ঠিত অনন্তপূর্ণাদেবীর মন্দির ও পূজার প্রচলন শক্তরাচর্যের পুর্ববর্তী কালেই ছিল, তুলসী তাহা আলুমানিক ১৬০০ বৎসর পূর্বে তাহা বলা যাইতে পারে।

তথ্য—বৈদিকযুগ হইতেই এই যে শনিদেবীর স্তুতি ও পরে উপাসনা ও মূর্তিমাত্রা পূজা প্রচলিত হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায়। বন্ধের ‘শনিপুর্ণী’ পরবর্তী পৌরাণিকযুগের ভূদেবের হইলেন এবং এই ভূদেবের ইহ অনন্তপূর্ণা বলা যাইতে পারে। বৈদিক-মন্ত্রের অর্থ এই যে দ্বারা সকলের ভূমিতের তথাকথিত জলাশয় সক্রিয় এবং তাহার পদে পৃথিবী রসবতী বা গর্ভবতী হন ও তঁহাই হইতে শৃঙ্খল উৎপন্ন হয়। এই তাহে আলোচনা ঘরা ইহা যাহা যাইতে পারে অনন্তপূর্ণাদেবীর পূজা বা স্তুতি বীজাকারে বৈদিক গাহিতেই আছে।

শস্যশ্বামলা ভাগত কৃষি প্রধান। হুতাসং শালশাল দেবীর অনন্তপূর্ণার পূজা ও ঐ ভিত্তিক প্রচীনকালের জায় কৃষি বা শস্যাংশব- ঘারা জাতীয় আদলের দিবস রূপে ঐতিপালন করা বাণিজ্য।
শ্রীশ্রীবাসন্তী

বাসন্তী দেবী দুর্গাদেবীরই নামান্তর। বসন্তকালে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম বাসন্তী পূজা। স্তবরাং দুর্গাপূজার বাহা কিছু নিয়ম সমস্তই এই পূজায় প্রয়োজ্য। চৈত্রমাসের শুরু। সপ্তমী হইতে দশমী পর্যন্ত এই পূজা করিতে হয়। শরৎকালের পূজাকে অকালপূজা বলে, কারণ শরৎ ঋতুর সময় দেবগণের রাত্রি-কাল এবং সেইস্থান শারদীয় পূজায় ‘বোধন’ অর্থাৎ দেবগণের আগরণ করিতে হয়, কিন্তু বাসন্তী পূজা কালবোধিত পূজা, সেজন্য এই পূজায় ‘বোধন’ আবশ্যক নাই। শারদীয় ও বাসন্তী পূজায় এই মাত্র প্রভেদ। এই পূজাতেও শারদীয় পূজার ন্যায় চণ্ডীপাঠ, সত্তিতিথি বিনম্রবৃক্ষমূলে দেবীর আম্ব্র ও অধিবাস প্রভূতি কর্তব্য।

অনেকের মতে রামচন্দ্রই প্রথম শারদীয় পূজা প্রচলন করেন, কিন্তু তাহা নহে। বৈদিকযুগেও শরৎকালে এই প্রকার যজ্ঞ ও উপাসনা প্রচলিত ছিল (শ্রীশ্রীদুর্গা দেবী)। এই বাসন্তীপূজায় যে বহুপ্রাচীন তাহা পুরাণাদি হইতে জানা যায়। অষ্টাদশশতাব্দি পুরাণ (প্রকৃতি বল, ২য়) হইতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ গোলকথামে রামসাগরে মধুমাসে দেবী দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। তারপর বিভূ এই সময়ে মধুকৈটভদের জন্য দুর্গাদেবীর স্তব করেন এবং সেই সময়ে অঞ্চল অভ্যন্তৰ দেবীর পূজা করেন ও তদবধি সবক্ষেত্র এই পূজার প্রচলিত হয়। সত্তরাং দেখা যাইতেছে এই পূজাই বহুপ্রাচীন। বশুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ।
হইতে এই পূজার উৎপত্তি নহে। পরমাত্মা শ্রীনিবাস গোলকে (বন্দুকনে
নাহ) এই পূজা প্রচলন করেন।

রাজা স্বর্ণ ও সমাধি বৈষ্ণব শরৎকালে দেবীর পূজা বা উদ্যাপন
করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে এই শারদীয়া পূজা প্রচলিত হয়।
স্তরং শারদীয়া পূজার প্রথম প্রার্থক স্বর্ণ ও সমাধি, রামচন্দ্র নহে।
কিন্তু শারদীয়া পূজা যে প্রকার ব্যাপকভাবে সর্বত্র বিশেষতঃ বাংলা-
দেশে অন্যতম হয়, বাঙালীপূজা। আরো সে ভাবে হয় না। ইহার
কারণ কি? সাধারণের ধারণা আছে যে শরৎকালের পূজা রামচন্দ্রের,
আর স্তরং ইহ অস্তরের প্রবিষ্ট পূজা। এই ধারণা যে ভুল তাহা পূর্বের বিবরণী হইতে৷
জানা যায়। মধুমাত্র দেবীর পূজা বহু প্রাচীন কালেই ছিল। একটি
কারণ এই যে এই পূজারই অষ্টমোত্তম অম্পূর্ণা দেবীর পূজা হয়।
এই দেবীও দুর্গা, স্তরং একই গুণ একই দেবীর পৃথক আবাহন
ও পূজা মুক্তিযুক্ত নহে। সেজন্য বাঙালি অম্পূর্ণা দেবীর পূজা করেন,
তাহারা আর বাঙালী পূজার ব্যবস্থা করেন না এবং অম্পূর্ণা পূজার
অনুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবেই হয়। আরো এই পূজারই নবমী
তিথিতে শ্রীনিবাসরামচন্দ্রের জন্মাবসর। অনেকে রামনবমীতাপূষ্টাবসর
করেন এবং এই দিনেই আ-বাঙালী ব্যবসায়ীদের 'নূতনবাজার' উৎসব
হয়। আর একবার দুর্গাপূজা ব্যাপকভাবে বাঙালীর উৎসবের অনুষ্ঠান সমতলের
হয় না। এই সব কারণেই এই পূজা কম, তবে একবারে বিরল নহে।
'শ্রীদুর্গার' বর্ষে অস্তুর্থা তথা লিপিবদ্ধ ধারায় এই পূজার
তথ্যাদি পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হইল না।
শ্রীশ্রীগঙ্গা

সঞ্জা—নিষ্ঠুরমতে গচ্ছিত-ইতি গম্‌+ গন্‌+ টাপঃ (অর্থাৎ সঞ্জা গমন করে।)। উল্লাসদৃশ (২.১.২.২) অনুযায়ী গম্‌-বাঞ্ছা। গম্‌+ গন্‌ গমনতে ব্রহ্মপদময়—(অর্থাৎ যাহার দ্বারা ব্রহ্মপদে গমন করা যায়)। ইনি গমনশীলা এবং জলবায়ু পরিত্যাগ বলিয়া ঈহাতে সঞ্জানে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়—ঈহাই গঞ্জাশঙ্কের বৃহৎপাল্লিগত অর্থ। আর অর্থে সঞ্জার পর্যায় লিখিত আছে—

গঙ্গা বিষ্ণুপদী যজ্ঞুতনয়া সুরনিমগ্না।
ভাগীরথী ত্রিপথগা ত্রিত্রোতম ভাসমূপ্রি।

অর্থাৎ গঙ্গা বিষ্ণুপদী (পুরাণমতে বিষ্ণুপদ হইতে ইনি উদ্ধৃত।), যজ্ঞুতনয়া (পুরাণমতে জ্ঞান মূলি কর্তৃক ইনি যোগবলে সংঘর্ষের হন পরে পুনরায় ভাগীরথ কর্তৃক ঈহার উদ্ধার সাধন হয়, সেজন্য জ্ঞানু নামে পরিচিত।)। হিমালয়ের মধ্যে যেখান হইতে গঙ্গাবতূর হইতেছে সেখানের একটি বৃহৎ গঙ্গার (goige) নাম জ্ঞানু, সত্বৎ: সেজন্য ঈহাকে জ্ঞানু বলা হয়), সুরনিমগ্না (দেবকর্তৃক কোন ভাববচ্ছিন। ইনি পৃথিবীতলে অবতার্ণ হন), ভাগীরথী (ভগীরথ কর্তৃক তপোবলে মূল্যে আনীতা), ত্রিপথগা (তিন বা তৃত্যগমনীী), ত্রিত্রোতম (তিন বা তৃত্যতোনিশ্চিতা), ভাসমূ (ভূমজ্ঞানী)।

বৈদ্যক রাজনির্বাচনে অনুযায়ী উপরিলিখিত নাম ব্যতীত গঙ্গার অর্থাং অন্যভাবে সঞ্জা আছে, যথা—অর্থতীর্থ, তীর্থরাজ, ত্রিদেশদিয়াকা, কুমারসূ, সারিষ্ঠা, লিঙ্গাপগা, স্মরণগা, স্নাপগা, স্বাপগা, অধিকির,
হৈমবতী, স্বর্বাগী, সুরেশেবরা, সুরাপগাত, ধর্মহারী, নৃতা, গান্ধিনী, রূপঃ-শেখরা, নলিনী, অলকানন্দা, সিতাসন্ধু, অধরগী, উগ্রশেখরা, সিঙ্গসিঙ্গু, অর্গীসরিহরা, মন্দাকিনী, জাহারী, পুণ্ডরী, সমুদ্রভূগলী, শারদী। হৃদ-দীর্ঘিকা, সুরনদী, শর্ধুনী, ( সূরখনী ) ক্ষীণা, শুভা, শৈলেশ্বর, ভবায়ন। ইত্যাদি। প্রত্যেক নামেরই অর্থ আছে এবং এইভাবে আরও বহু সংখ্যা রচনা করা যায়, যথা সুরবর্ষী, ভগবতী, শঙ্কর- মৌলিনিসাবিনী ইত্যাদি। সম্মুখে বলা যাইতে পারে যে গন্ধর্ষেরের অর্থ গন্ধানামক পুণ্যাদী ও ঐ নদীর অধিকাংশই দেবী।

উৎপত্তি—ঝোলেদ ( ১০৭৫৫ ), শততথা ব্রাহ্মণ, কাতায়ন শ্রোত- নুত্র প্রভৃতি বৈদিক এতে গন্ধর উল্লেখ আছে। বিভিন্ন পুরাণ, উপপ্রাণ ও অল্পস্থান ধর্মশাস্ত্রে গন্ধর উৎপত্তি-করণ আছে। এইসব গৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে অল্পবিদ্বেষ্ট আছে বাল্মীকি-রূপ রামায়ণের আদিকাংশে ( ৪২—৪৪ অধ্যায় ) গন্ধর উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহাই সম্মুখে বর্ণিত হইতেছে—

গন্ধর হিমালয়রাজার কন্যা। সুমুরেন্দ্রনা। মেনা বা মনোরমার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। দেবগণ কোন কার্যসিদ্ধির জন্য হিমালয়ের নিকট হইতে ইহাকে ভিক্ষা করিয়া লো। তদবধি ইনি ব্রাহ্মণ কোন কোন মধ্যে অবস্থন করিতেছিলেন। পরে কপিল মুরির শাপে যখন সগরঘুরঘ যুগুলু মধ্যে অবস্থান করিতেন। পরে কপিল মুনির শাপে যখন সগরঘুরঘ হইল, তাহাদের সদৃশতির জন্য সগরঘুরঘীয় মহারাজ ভগীরথ মন্ত্রীদের উপর রাজ্যভার দান করিয়া বহুবর্ষ ব্রাহ্মণ তপস্যা করিয়া গন্ধারের পৃথিবীতে আনয়ন করেন। ধরাতলে পাতিত হইবার সময় গন্ধর বেগ ধারণের জন্য মহাদেবেরও তপস্যা করিতে হয় এবং
মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গাকে বীর্য জটার মধ্যে ধারণ করেন এবং গঙ্গা পরে ঐ জটা হইতে বিন্দু সরোবরে পতিত হইল। বিন্দু সরোবর হইতে গঙ্গার সাতটি ভোট বাহিত হয়—হর্ষীধনী, পালনী ও নলিনী নামে ৩টি ভোট পৃবাদিকে, বক্ষু, সীতা ও সিন্ধু নামক ৩টি ভোট পশ্চিমাদিকে এবং ভগীরথের নামাঙ্গুয়ায়ি ভগীরথী নামক ৩টি ভোট দক্ষিণ-পূবাদিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গেপসাগরে মিলিত হয় এবং এই গঙ্গানীর সগরতন্ত্রপুর ধারায় কাঁপলালাশ্রমের নিকট (বর্তমানের গঙ্গাসাগর,) ভ্রমীভূত হইয়াছিলেন, তাহারা গঙ্গার পবিত্র বারিস্পর্শে উদার লাভ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যান।

দেবীভাগবতে আছে (৯ম সঙ্ক্রান্তি) বিষ্ণুর ৩টি পত্নী—ললিতী, সরস্বতী, ও গঙ্গা। একজন ইহাদের মধ্যে কলহ হইলে সরস্বতী ও গঙ্গা প্রতেকেই প্রতেককে শাপ দিলেন 'তুমি পৃথিবীতে নদীরূপে অতির্ভাব হইবে।' পরে বিষ্ণু আসিয়া বলিলেন 'যাও গঙ্গা, তুমি বিষ্ণুপালনী সরিতলে ভাঙ্গে অবতীর্ণ হও এবং আজ হইতে কলির পাঁচ হাজার বর্ষ অতীত হইলে গঙ্গা (পত্রাবতী সমত ) ও সরস্বতী। ভাঙ্গের সমস্ত তীর্থসভ (কেবল কাঞ্জি ও বৃন্দাবন ব্যতীত) পুনরায় বিকেলে আগমন করিয়া। ভাঙ্গে অবস্থানকালে আমার অশীত শাস্ত্রবুদ্ধি তোমার স্নান হইবে' (দেবী ভাগবত ৯৮২০—২১ শ্রষ্টাব্য)।

এইসব পৌরাণিক কাহিনী দেবী গঙ্গার ভাঙ্গে আগমন এবং তৎসহ গঙ্গানদীর উৎপত্তি, বিষ্ণু ও স্বর্গ নির্দেশ করিয়েছে। কলির শেষে গঙ্গায়ের পূর্বে যে পৃথিবী জলহীন (বর্তমান চন্দ্রের স্বায়)
হইবে বৈজ্ঞানিকেরাও তারা স্বীকার করিবেন। পৌরাণিক মতে বৈশাখের শুরু তৃতীয়া তিথিতে (অক্ষয় তৃতীয়া) বঙ্গলোক হইতে গঙ্গার হিমালয়ে অবতরণ এবং জৈষ্ঠমাসের শুরু দশমী তিথিতে হস্তাক্ষরে মঙ্গলবারে (দশহরা দিবসে) গঙ্গার হিমালয় হইতে ভূমিতে অবতরণ হইয়াছিল (ব্রহ্মপুরাণ রূপত্র)। তারপর গঙ্গা সমগ্র উত্তরভাগে অতিক্রম করিয়া সাগরসমূহে মিলিতা হইলেন পৌষ সংক্রান্তি দিবসে এবং তাহার পূজা বারিশ্মপে ঐ দিন কনিলামশয়ে (গঙ্গাসাগর) মুক্ত সাগরসমূহের উদার সাধন হয়। সত্যবতঃ সাগরসমূহের ঋষির শাপের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই, প্রেক্ষাপটে অবস্থান করিতেছিলেন।

এইসব পৌরাণিক কাহিনীর দার্শনিক ব্যাখ্যা কি হইতে পারে? কথিত আছে একসময় নাচয় ঋষির কীর্তিতে বিষ্ণুর শরীর হইতে পুলকালোগম হইয়া তাহার পদ হইতে করণাধারা জলবিন্দুরূপে পতিত হইতে থাকে, তাহা গঙ্গার কলামগুলুতে রক্ষিত হয়। বিষ্ণু হইতে উচ্ছ এই বারিবুং যে সর্বকল্যাণকাল করিতে পারে তাহাতে আশ্চর্য কি? পৰ্বতগুলোর বহুকাল তপস্যায় ঐ বারিবুং বিষ্ণুলোক হইতে অক্ষযুতিয়ার দিনে হিমালয়ে পতিত হয়। অবশ দেবের মধ্য দিয়াই বারিবুং পাত হইয়াছিল। ভূমির তপস্যাতেই ঐ পুত্তর অধিষ্ঠাত্রীদেবী গঙ্গা দশহরা তিথিতে মর্জ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাহার বরেই সাগরবর্ষের কল্যাণ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে আছে যে আকাশমণ্ডলে একবন্ধেরকে অবলম্বন করিয়া অন্যদিকে কৌতুকমণ্ডল অবস্থান করিতেছে (অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ
শক্তিবলে ঘুরিয়েছে) এবং এইসব জ্যোতিকমণ্ডলে অবস্থিত মেঘ-রাজিকে বিচর তৃতীয় পদ বলে (ইহা হইতে জানা যায় পৃথিবীর শায় অগ্নিতে গ্রহনক্রেত্রে মেঘ আছে)। এই তৃতীয় পদ বা মেঘ হইতে বারিবর্ণ হইলা গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। সকল অন্যান্য হইতে বারিবর্ণ হইলা গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। সুন্দরত্ন এই মেঘ-রাজি হইতে প্রথম বারিবৃক্ষদের পতন গঙ্গাহৃতীয়। দিবসে হইয়াছিল।
এবং সেই বারিবৃক্ষ ক্রমে ১মাস ৭দিন পরে (অক্ষরত্তীয়া। হইতে দশহরা তিথি) ব্রোত্নিয়া আকারে হিমালয় হইতে ভূমিভাগে প্রবাহিত হইল। এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া পরবারভাবে পৌরাণিক কাহিনীর স্থাপ্ত হইল। বিভূতি ও ঈশ্বর সমগ্র জগতের উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণে, সেন্নম তাহার বিভিন্ন স্তটলগুলোকে বিভিন্ন পাদ কলিয়া করা হইয়াছে। মেঘরাজিয়া যে একটি পাদ এবং তাহা হইতে বারিবৃক্ষদের পতন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক দৃষ্টিতে কিছুই আরো পাইত না।
হইতে পাল্লে শিবির। যোগবলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে এই দিবসে (অক্ষরত্তীয়া।) স্থলের বর্ধমানের প্রথম বারিপতন হইয়াছিল এবং তাহাই ব্রোত্নিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ভূগোলের ধাপগুলো গঙ্গার অগ্নি শুগ সগরবংশ কেন সমগ্র উত্তর ভারতের সকলের।
তাহাদের কৃষিকার্য ও প্রাণধারণ করিয়া কোন স্থানে অতীত হইতে আজ পর্যন্ত উভয়লাভ করিতেছে। মুর্তরাঙ এইসব কাহিনী যে মুনতঃ দূত সতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইজ প্রমাণিত হইতেছে।
হিমালয়ের বহ অঙ্গল রূপগুরু না মেঘের বিহার স্থান ও শৈব-স্তূপি। মুর্তরাঙ হিমালয়ের বিভিন্ন শুঙ্গ ও পর্বতমালাকে রূপকত্বে মেঘের কঠোরতা দেখা বাইতে পারে। বহ কুটু ব্রোত্নিয়া অহুচ্চ
গর্তমালা। হইতে গঙ্গায় মিলিত হইয়া চেষ্টা হিমালয় অঞ্চলে গঙ্গার প্রথম, সপ্তদশ প্রদূর্ব কথিত হয়। গঙ্গার অবতরণের সময় মহাদেবের কন্তুক্ত মধ্যে তাহার লুকায়িত হইয়া যাওয়ার কাহিনী সেজ্জা রূপকভাবে ধরিলেও (বাহার পৌরাণিক বর্ণনার মধ্যে সহ্য দেখে না) ভৌগোলিক বিরুদ্ধেপে তাহা সত্য বলিয়া পাণ্য করিতে পারা যায়।

ভৌগোলিক বিবরণ - গঙ্গার উৎপত্তি স্থানের নাম গঙ্গাটারী বা গোধূলী, ইহ। অক্ষ° ৩৪ ° ৫৬ ' ৪" উঃ ও দ্রাঘ° ৭৯ ° ৬' ৩০" পূঃ মধ্যে গাড়োর রাজ্যের অন্তর্গত এবং সমুদ্রতল হইতে প্রায় ১৩৮০০ ফিট উচ্চ। এই স্থান চির তুষারাবৃত এবং ইহার বিস্তৃতি প্রায় অর্ধ ক্রোশ। এই স্থান হইতে জলধারা একটি ধারা বা গঙ্গার গড়িয়াতে (উহাই গোমুখী) এবং তথা হইতে ভোটস্থিনী রূপে ৭৭০ ক্রোশ পরিমিত করিয়া গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

হরিদ্বার হইতে উত্তরে বদরিকাশ্মের পথে দেবপ্রয়াগ, রূপপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, বিষুপ্রয়াগ প্রাপ্তি তীর্থস্থান আছে। প্রথমেই হ্রদীকেশ হইতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তরে দেবপ্রয়াগ। এই স্থান গঙ্গা ও অলকানন্দ সঞ্চয় স্থল। তারপর উত্তরে রূপপ্রয়াগে মন্দাকিনী ও অলকানন্দ সংগমস্থল, তারপর উত্তরে কর্ণপ্রয়াগে পিঙ্গরক নদী ও অলকানন্দ সঞ্চয় স্থল। মুৎস্তাঙ্গ দেখা যাইতেছে হিমালয় অনেক ভ্রাতৃস্থিনী তাহাদের জলাশয়ি বহন করিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে ও ইহাকে চোদি করিয়াছে।

ক্রমে গঙ্গা নিমন্ত্রিত হরিবার হইতে ক্রমবর্ধমান গতিতে সাগরাভিত্তি-
মুখে ধাবমানা হইল। পথে ফরকালামে রামগঞ্জ ইহার উপনদী রূপে ইহাতে মিলিত হয়। এলাহাবাদে যমুন। ইহাতে মিলিত হইয়াইহাকে বিশালাকৃতি করে। তারপর বিহারে শোণ, গুণকী, কোবিন্তি প্রভৃতি নদী বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া উপনদী রূপে ইহাতে মিলিত হইল। তারপর গৌড়ে আসিয়া গঙ্গার এক প্রধান শাখা পূর্বদিকে চলিয়া যায়, ইহার নাম পত্র। [গঙ্গাভক্তিরস্মিঃ মতে শ্রীমান পুরুষভূমির রূপ ধরিয়া গঙ্গাকে ঐ দিকে লইয়া গিয়াছিল, পরে বজ্রধার ফিরাইয়া আনিয়া দক্ষিণে লইয়া যায়।] বর্তমানে যে জলধারার পত্র হইতে পৃথক হইয়া কলিকাতার উপর দিয়া বহিয়া বঙ্গেশ্বরস্থানের পড়িয়াছে তাহাকে ইংরাজেরা হিন্দু নদী বলে। কলিকাতার উপকূল কালীঘাট হইতে যে ধারা ২৪ পরগনার বিভিন্ন গ্রামের মধ্য দিয়া এক সময়ে প্রবল স্রোতস্থলের রূপে প্রবাহিত হইয়াছিল উহাই গঙ্গার আদি প্রবাহ, সেজ্জা উহাকে আরিয়া বলে। বর্তমানে উহা কৃষ্ণ ও শান্ত হইয়া স্থানে গুহ। ইংরাজদের সময়ে খিদিরপুর হইতে কোথাংশ, রাজগঞ্জেরও দক্ষিণ পর্যন্ত, কাটিয়া প্রধান জলরাশি ঐ স্থান দিয়া প্রবাহিত করান হয়, সেজ্জা বর্তুলিতে গঙ্গার পূর্বপ্রবাহ রূপ হইয়া গিয়াছে, উহাই পুনরায় ঘৃতিয়া ফলুট। নামক স্থানের নিকট এই কাট। প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়াছে। সেজ্জা খিদিরপুরের নিকট হইতে দক্ষিণে আরিয়ার সঙ্ক্রমণ পর্যন্ত কাট। গঙ্গার রেখার কোন মাহাত্ম্য নাই।

গঙ্গার মোহনা কুমাই দুরে সরিয়া চলিয়াছে। প্রাচীনকালে যেখানে সাগর ছিল, আঞ্চল তাহা বিস্তীর্ণ জনপদ। মহাভারতের মুগে দেখা।
শ্রীশ্রিগঙ্গা

যায় কৌশিকী তীর্থের (গঙ্গা ও কোশি নদীর সংযোগস্থল) কিছুদুরেই পঞ্চম নদীযুক্ত গঙ্গাসাগর (বনপূর্ব, ১১৩ অং)

কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিতেও আছে ললিতাদিত্য গৌড়ে আগমনের সময় ইহার নিকটেই পূর্ব সমুদ্র ছিল (৫ম তরঙ্গ)

সমগ্র গঙ্গানদী যে ভূভাগ অধিকার করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৩৯১১০০ বর্গমাইল। শ্রীমকালে গঙ্গার বিস্তার স্থান-বিশেষে অর্থ মাইল হইতে ২ মাইলেরও অধিক এবং বৃহত্তকালে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। সমুদ্রের মোহনা হইতে হুগলী পূর্ব গঙ্গার জোয়ার ভাটা হয়, তাহার উত্তরে জোয়ারের বেগ লক্ষিত হয় না। চন্দ্রের আকর্ষণের জন্য সমুদ্রের জল স্ফীত হয় এবং সেস্থলে গঙ্গাময় মধ্যে সমুদ্রের জল প্রবেশ করে ও জোয়ার হয়। প্রতিহ ২বার জোয়ার ও ২বার ভাটা হয়।

ভূতর্সিদ্ধগণের মতে যে স্থান হইতে গঙ্গা ও পরা পৃথক হইয়া গিয়াছে সেইস্থান হইতে দক্ষিণের সমস্ত ভূভাগকে গঙ্গার বশীভূত বলা হইয়া থাকে। সত্তরাং আমাদের বাংলার অধিকাংশ স্থানই, যাহার বর্ণনামে গ্রাম ও নগর পরিগত হইয়াছে, তাহাই একসময়ে গঙ্গার বশীভূত ও পূর্বকালে সমুদ্রের অন্তর্গত ছিল।

প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে একবার গঙ্গিপুরের নিকটে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল যে গঙ্গা প্রতিবৎসর সেখানে ৩, ৬৮০, ০০০ টন মাটি আনিয়া ফেলে। সত্তরাং কিভাবে গঙ্গার ধারা নূতন ভূভাগের পথিত হয়, তাহাই অনুমান করা যাইতে পারে। বহির্দ্বার হইতে সমুদ্র পূর্বে গঙ্গা প্রতিক্রীতে কতকানি করিয়া। ক্রমশঃ নিম্ন হইয়াছে তাহাও.
পরীক্ষা করা হয়েছে। রাজমহলের নিকটস্থ স্থানে বর্ষাকালে প্রতি- সেকেন্দ্রে ১৮০০,০০০ ঘনফুট জল গঙ্গা হইতে নির্গত হইয়া থাকে।

গঙ্গা হইতে ইংরাজিশাসনের সময় অনেকগুলি খাল কাটা হইয়াছে ঐ খালগুলিকে ২ শ্রেণীতে ভাগকরা হয়েছে—উত্তর ও দক্ষিণ। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ যাহার অন্তর্বেদী বা দোয়ার বলে তাহার পূর্বদিকের খালগুলি উত্তর খাল ও তাহার নিকটের খালগুলি দক্ষিণ খাল।

গঙ্গা-মাহাত্ম্য—গঙ্গার তীরে যত তীর্থস্থান আছে, পৃথিবীর কোন নদীতে তাহা নাই। গঙ্গা হইতে কাটা খাল, গঙ্গার উপনদী ও শাখা নদী সমগ্র উত্তর ভারতকে উর্বর ও শান্তশালী করিয়াছে। গঙ্গার শীতল জলরাজি শরীর ও মনকে স্নিগ্ধ ও পূর্ণ করে। ভ্রমণ গঙ্গা নদীর সহিত নদীর অধিষ্ঠাত্রী গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব ও কালের ক্ষত- প্রাপ্তভাবে জড়িত, এমন অবস্থায় গঙ্গার মাহাত্ম্য আবর্জনালয়ে প্রায় প্রতেক মানুষের মনকেই যে সমৃদ্ধিহীন করিবে তাহা বিচিত্র নহে।

মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণগুলি গঙ্গার মাহাত্ম্য এবং তিথিতে বিশেষ গঙ্গানদির মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। উহাদের বিন্দুত্র উল্লেখ নির্দেশ করে। শ্রবণক্ষেত্র যুক্ত দাস্থিনি, পূষ্ণক্ষেত্র যুক্ত অস্থি ও আদানক্ষেত্র যুক্ত চতুর্দশী তিথিতে; বৈশাখী, কালিক ও মাঘ মাসের পূর্ণিমায়; রক্ষণকের ৮মো তিথি, মাষের অমাবস্যা। চন্দ্রগণ, সূর্যগণ; তাপিতাত্যোগ ও পূজাপবহাদিতে গঙ্গানদ বিশেষ প্রস্তুত। গঙ্গাক্ষেত্রে ( গঙ্গাভূর্ত হইতে ২ কোটি পর্যন্ত স্থান।)
শ্রীকৃষ্ণ

দান ও ধর্ম কর্ম বিশেষ প্রশংসা। গঙ্গাতীরে (গঙ্গার গর্ভ হইতে ১৫০ হাত পর্যন্ত দ্বার) কহারও দান গ্রহণ করা উচিত নয়।

মূর্তি—দেবী গঙ্গার যে মূর্তি ঋষিমনে প্রতিভাত হয়েছিল তাহে গীতবর্ণা, চারি হস্ত বিশিষ্টা এবং মকরের পরিবেশন আসীন বা দণ্ডায়মান। দেবী দুর্গার মূর্তির অনুরূপ।

কোন অনাদিকাল হইতে দেবগঙ্গা। মূর্তিমতী নদীরূপে করুণার ধারায় ভারতকে গ্রাবিত করে আসুচেন, কত অগণিত ভৌত, কত জনপদ তাহার তটভূমিতে রচনা করেছেন—কত সাধুমহাত্মার স্তববন্দনা গীতির সহিত কলকলনাদিশ্রীতি করিয়া ভক্তমনে অপূর্ব আনন্দধারা বর্ষণ করে আসুচেন। তাহার পীরের ধারায় ভারতের নরনারী ভিক্ষি হয় আছে—এই গঙ্গার মাহান্ত্য বর্ণনায় অতিপরশুরাম হন। জাগতিক রূপে স্বাভাবিক দিক দিয়া বিচার করিয়া সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া ভারতবাসী গঙ্গার নিকট চরিত্র। মৃত্রু সংখ্যার শ্রেষ্ঠ ভারতের অন্যান্য সমস্ত নদী অপেক্ষা যে বেশী তাহা সকলেরই ব্যাপক।
শ্রীশ্রীজগন্মাতাদেব

স্থান—উড়িষ্যা প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বভাগে সমুদ্রতাপে অবস্থিত তীর্থক্ষেত্রের নাম পুরী ( ঈহার অক্ষা ১৯° ৪৮' ১৭" উঃ ও দ্রাঘি ৮৫°
৫১' ৩৯" পূঃ )। এইস্থানের অন্যান্য নীলাচল, পুরুষোত্তম, শ্রীকেশ, শষ্যকেশ প্রভৃতি। এইস্থানে ভগবান দারুণক্ষ বা শ্রীশ্রীজগন্মা-
দেবরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যে চারিটি ধাম বা
প্রধান তীর্থস্থান আছে—বদরিকাশ্রম ( হিমালয়ের উপরে ), দারকান,
রামেশ্বর ও পুরী—তথ্যে এই পুরীধামেই কোনক্রোধেক জাতিবিচার
নাই এবং ব্রাহ্মণ চণ্ডীল সকলেই একত্রে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে।

গ্রন্থ—নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত এই জগন্মাথেবের রূপসাত্ব লিপিবদ্ধ
আছে—ক্ষুদ্রপুরাণ, নারদপুরাণ, বরাহপুরাণ, প্রভাসকুণ্ড, ক্ষুদ্রপুরাণের
উৎকল খণ্ড; কূমার, পাদ ও ভবিষ্য পূরাণসূত্র পুরুষোত্তমভাষায়,
কপিলসংহিতা, নীলাচ্ছিন্নহোদয়, পূর্ণাংশব্যাখ, বিভূঃরহস্য, মুক্তচিন্তামণি,
রথুন্নদনকৃত পুরুষোত্তমসূত্র, পুরুষোত্তমপুরাণ, আগমকল্পকৃত,
পুরীমাহাত্ম্য ইত্যাদি। উৎকল ভাষায় লিখিত গ্রন্থের মধ্যে মাণ্ডিনিয়া
দাস ও শিশুরাম দাস রচিত কষ্টপুরাণ ও দারুণক্ষ, এবং মহাদেব
দাসকৃত নীলাচ্ছিন্নহোদয় এবিষ্কার। বাঙালভাষায় কবি মুকন্দরামকৃত
জগন্মাথমঙ্গল ও পুরুষোত্তমচলিঙ্কা এক্ষ প্রধান। এতদৃষ্টতাতে তৈলঙ্গ
ও অচ্ছন্ন ভাষাতেও জগন্মাথেবের বিষয়ক গ্রন্থাদি আছে।

উৎপত্তি—বিভিন্ন পুরাণে জগন্মাথেবের উৎপত্তি-কাহিনীর মধ্যে
স্তুতি প্রত্যেক আছে। তবে মূলতঃ প্রায়ই সমান। নারদ পুরাণের নামভঙ্গের ৫২ অধ্যায়ে যে বিবর্ণী আছে তাহার সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে। একদিন শুমের পর্বতে লক্ষ্মী নারায়ণকে জিজ্ঞাসা। করিলেন কি প্রকারে মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে। তত্ত্বাতঃ নারায়ণ বলিলেন—"পুরুষোমক্ষেত্রে কল্পনায়িক বটরুক্ষের নিকটে এক ইন্দ্রীয়ময়ী কেশব প্রতিমা মৎকীর্তি নির্মিত হইবে। উহার দর্শন ও পূজায় মানব মুক্তিলাভ করে। যখন ক্রমে সকলেই মুক্তিলাভ করিতে লাগিল তখন যজ্ঞরাজের স্তবস্তৃতিতে (কারণ সকলেরই মুক্তি হ'লে যেমন কাজ বদ্ধ হয়) আমার ঐ মূর্তি গোপন করিলাম।" পরে সত্যযুগে রাজা ইন্দ্রাঞ্চ (ইনি মালব প্রদেশের রাজা ছিলেন) ঐ পুরুষো- মক্ষেত্রে আর্গমন করিয়া তথায় বিষ্ণুর স্তব স্ত্রিত করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু কর্তৃক স্বপে আদিকে হইলেন—"নিশাচরণে সাগর তীরের জলমগ্নে এক মহারূপ দেখিবে। একাকী পরমে হতে লইয়া ঐ রূপ ছেদনকরতঃ উহা হইতে আমার দারুমূর্তি নির্মাণ কর।" রাজা তাহাই করিলেন এবং লক্ষণগুলি বিষ্ণু সে সময় বিশ্বকর্মার সহিত তথায় আবির্ভূত হইলেন। বিষ্ণুর আদেশে মানববেশা বিশ্বকর্মা ইন্দ্রাঞ্চের নিদর্শন মত ৩টা মূর্তি নির্মাণ করিলেন—(ক) পন্থরত্রায়তন, শ্রদ্ধচক্র গদাধর কৃষ্ণ মূর্তি (খ) গৌরবর্ণ লঙ্কলালিতারী অনাস্তদেব (বলরাম), (গ) রূপস্বর্ণ বামনদেব ভগিনী স্বভট্টা। বিষ্ণুর আদেশে আদেশের শুরুপঞ্চমীর দিন হইতে সাতদিন যাবৎ মহালক্ষীব করিয়া রাজা ঐ মূর্তিত্রয় স্থাপন করিলেন।

লক্ষ পুরাণেও এই প্রকার কাহিনী আছে। কুন্দপুরাণে উৎকল-
ধণ্ডে, কণিলসংহিতায় ও মাণিক্যাঙ্গ দাস রচিত উৎকল ভাষার গ্রন্থতত্ত্বের মূল অংশগুলি সম্পর্কে বিভাগ করিতে সক্ষম হইতেন। এ কারণে ইন্দ্রলম্ব তাহার পুস্তকের কনিষ্ঠ অংশ বিভাগকৃত লক্ষ্যমাত্র নীলকান্তমণি নিমিত্ত ভঙ্গিমার নীলমাধব মুখ্য আছে কি না তাহা স্থির করিতে উৎকলে পাঠান। বিভাগের তথ্য আসিয়া বিখ্যাত নামে এক শব্দের গুহে আরও লইল। এই শব্দের লিখিতা নামে এক কথা ছিল। বিখ্যাত অনুষ্ঠানে ও রোধে বিভাগীয় এই কথাকে বিবাহ করিল পরে জানিল এই শব্দেরই পূর্বপুরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তার ধারা বিদ্যমান। কণিষ্ঠ আছে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে রামায়ণের বালিরাজকে নিন্দা করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই এই বিখ্যাত শব্দের পিতা যিনি পূর্বাঞ্চল বালিপুত্র অপেক্ষ ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে অভিত্তি সার্থক হয়ে তার বিদ্যমান করে। পরে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু দেহ যখন আগ্রহের দ্বারা হইল না তখন আকাশবাণী হইল “এই পৃথিবী সাঙ্গের জলে ফেলিয়া দাও। কলিযুগে নীলাচলে দারাকৃষ্ণের ইহা পূর্ণত হইবে।” তদনুযায়ী পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সাঙ্গে ফেলিয়া দিলেন যাহা হউক এই শব্রক্ষীর নিবিড়তাতের বিভাগ শব্দ কর্তৃক নীলমাধব মুখ্য দেখিতে পাইল তারপরেই ঐ মুখ্য অন্তর্ভিত হইলেন।

বিভাগের পরে দেশে গিয়া রাজা ইন্দ্রলম্বকে সংবাদ দিলেন। রাজা পরে জ্যোতিষমার শর। সপ্তমী তিথিতে পুষ্যমাসের সংবলনে পূর্ব-পশ্চিমকেলোডিকুম্বে যাত্রা করিলেন ও তখন আসিয়া নীলকণ্ঠের পূজা করিলেন। জ্যোতিষমারের শুভসমাবেশী তিথিতে যাত্রা নক্ষত্র